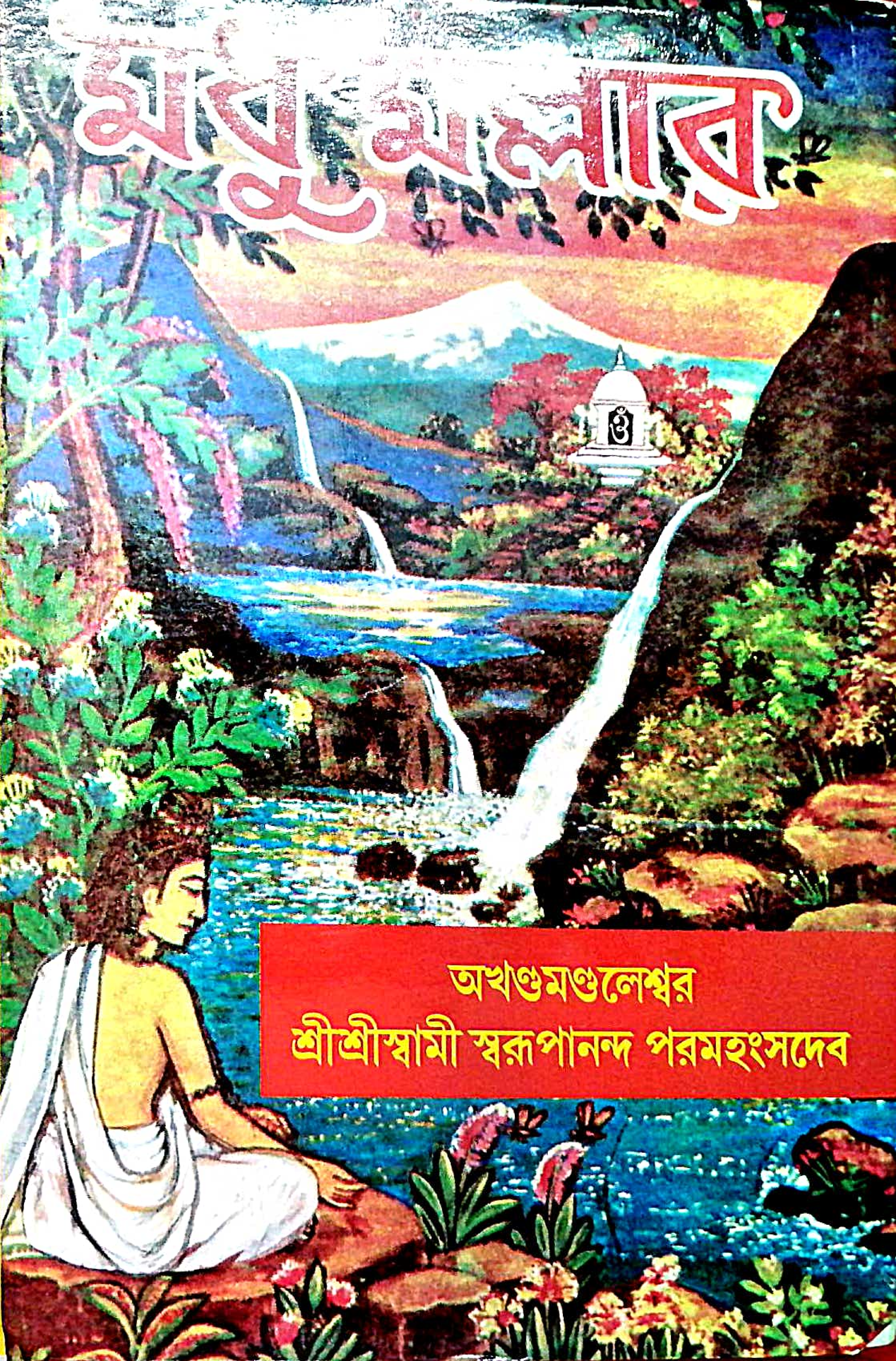


মধু মল্লার

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মধুমল্লার

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪২০

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট,

বারাণসী—১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ— পঁয়ষট্টি টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র

মুদ্রণ সংখ্যা ,২,০০০ (দুই হাজার) [2013]

প্রকাশক—অযাচক আশ্রম
ডি, ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, লাক্সা,
বারাণসী—২২১০১০
দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টারঃ—
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস
ডি, ৪৬/১৯ এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
লাক্সা, বারাণসী - ২২১০১০

ISBN—978-93-82043-20-1

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তীস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি, আই টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলিকাতা—৭০০০৫৪ । দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫/০৫১৬

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দুরভাষ ঃ (০৩৮১) ২৩২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০২১২

"সাধন কুঞ্জ"
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড । দূরভাষ-০৩২৬-২৩১০৭১০

"দি মাল্টিভাসিটি"
পোঃ—পুপুন্কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণীতেই পত্র দিবেন।

নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব বিগত ষাট্ পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া দেশের ভিতরে যে ব্যাপক চরিত্র গঠন আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন, মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদানই তাঁহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে, তাহার একটী মূল্যবান উপাঙ্গ হইতেছে স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত। অনায়াস-চেষ্টায় রচিত শত শত সঙ্গীত প্রত্যেকটী সভাস্থলকে মুখরিত করিয়া শ্রোতাদের প্রাণে উদ্দীপনা জাগাইয়াছে। তাহারই কয়েকটী একত্র করিয়া "মধুমল্লার" নামে প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্গীতগুলি "মন্দির", "মূর্চ্ছনা" ও "মঙ্গল মুরলী" নামীয় তিনখানা সঙ্গীত-গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। "মধুমল্লারের" সঙ্গীতগুলি "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকাকে ১৩৮৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। যখন যেটী লেখা হইয়াছে,তখনি সেটি ছাপান হইয়াছে। সঙ্গীতগুলি বিষয়ানুক্রমিক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না।

স্বদেশপ্রেমের সিদ্ধসাধক তথাকথিত কাব্য বা সাহিত্য রচনার তাগিদে কিছু লেখেন নাই। কষ্টকল্পনা করিয়াও কিছু লেখেন নাই। অন্য কোনও প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ কবির কাব্যরস হইতে ধার করিয়া আনিয়াও কিছু লেখেন নাই। দেশ ও সমাজের মানুষের মন কামায়নের কণ্ডুয়নে ও জ্বালায় অধীর দেখিয়া বিপন্ন মানুষগুলিকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি শ্রম করিয়াছেন, ভাষণ দিয়াছেন, গান গাহিয়াছেন, পত্র লিখিয়াছেন। একবার লিখিয়া পুনরায় সংশোধন করিবার তাঁহার অবসরের বড়ই অভাব। যে গানটী যখন যে ভাবে বাহির হইয়াছে, সেই ভাবেই তিনি তখন তাহা টুকিয়া নিয়াছেন

হয়ত একটী ছেঁড়া কাগজের টুকরায় অথবা একটী ব্যবহৃত লেফাফার উল্টা দিকের সাদা পিঠে। অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছে পথে, ঘাটে, এবং রেলের প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া। যে মূর্ত্তিতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, ঠিক সেই মূর্ত্তিতেই তাহা ছাপান হইয়াছে, নিতান্ত প্রমাদ-স্থল ব্যতীত আর সংশোধিত হয় নাই। তিনি বলেন—"স্নান ত' করিয়াই আসিয়াছি, টেরিটী কাটিবার আগেই লোকে আমার মুখটী দেখুক না। দোষ কি? জামাটী গায়ে দিবার আগেই আমার সমগ্র চেহারা লোকের নয়নগোচর হইলে আমার লজ্জা করিবার কি আছে?"—সরল উক্তি।

স্বভাবের পথেই তাঁহার জীবন-ব্যাপী চরিত্র গঠন আন্দোলন আস্তে আস্তে গভীরতা, ব্যাপকতা ও স্থায়িত্ব পাইতেছে। এজন্য তাঁহাকে নামী দামী সংবাদপত্র সমূহের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। তিনি ঘুরিয়াছেন গ্রামে, গঞ্জে, বস্তিতে, তিনি ফিরিয়াছেন পাহাড়ে, বনে, কান্তারে, তিনি ছুটিয়াছেন দুঃখার্ত্তের দীর্ণ-জীর্ণ পরিশীর্ণ কুটীরে আর আশ্রয় হীনের নিভৃত অশ্বত্থতলে। তিনি বলিয়াছেন—"ভয় নাই অমানিশার অবসান একদা হইবেই হইবে, তোমরা চরিত্রবান হও।"

তিনি ভিক্ষায় বিশ্বাস করেন না, ভিক্ষায় নির্ভর করেন না, ভিক্ষা প্রার্থনা করেন না, কাহাকেও নিজ অভাব জানান না। তিনি চাঁদা তোলেন না, টাকা আদায়ের জন্য প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনও প্রয়াস পান না, ষাট বৎসর যাবৎ প্রচার-ভ্রমণ করিয়া যাইতেছেন নিজের বলে, সভা-সমিতি ডাকিয়াছেন নিজের দায়িত্বে। এই যে আজ ত্রিপুরা রাজ্য, কাছাড় জেলা, কুচবিহার জেলা, জলপাইগুড়ি জেলা, আসামের ধুবড়ী, নগাঁও, ডিমাপুর,

গৌহাটী, শিবসাগর, তিনসুকিয়া প্রায় সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করিয়া বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলা ব্যাপিয়া এবং অন্যান্য বহু স্থানে বর্ত্তমানে এক শক্তিশালী চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সুদৃঢ় পদক্ষেপে কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহাতেও জন-সাধারণের কাছ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করার কোনও চেষ্টা নাই, আচার্য্য স্বরূপানন্দ অভিক্ষু সন্ন্যাসী। তাঁহার আশ্রম অযাচক আশ্রম, "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" যাহার মূলমন্ত্র। এমন কবির গানে কাব্য-ঝঙ্কার নাও মিলিতে পারে কিন্তু তেজোদীপ্ত পৌরুষের ইহাতে অভাব নাই।

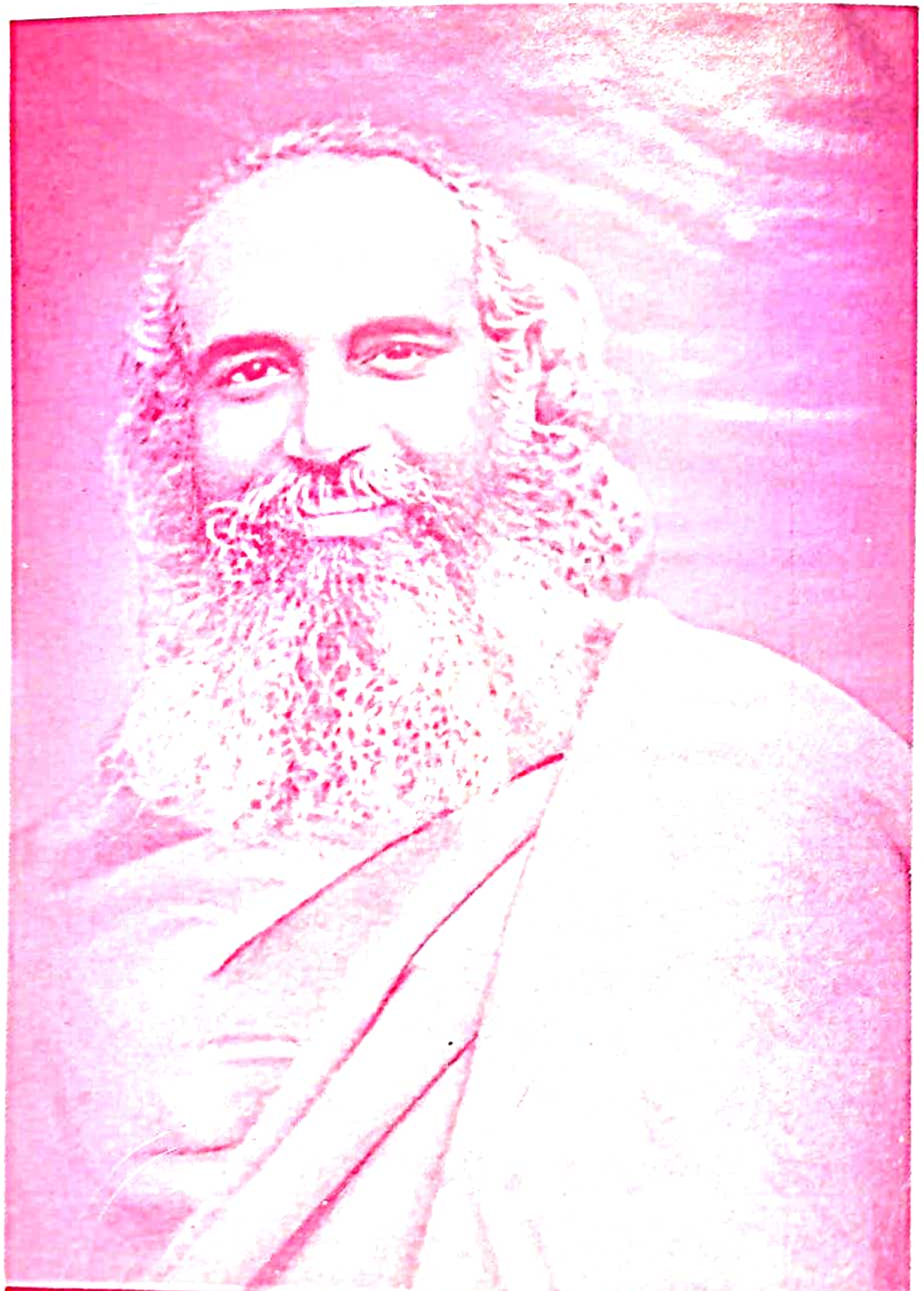
বহিখানা ছাপিতে দেওয়া হইল বাংলা ১৩৮৪ সালের মাঘ মাসে। ছাপা শেষ হইয়া বাহির কবে হইবে, তাহা শেষ ফর্ম্মায় নিবেদন করিব। ইতি—

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১০

এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইহার প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

—প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মধুমল্লার

(১)

তোমার সঙ্গে যতই আমার
ঘটে ভাব-বিনিময়,
ততই একথা জানিতেছি নিশ্চয়,
তোমার আমার পরিচয় শুধু
এই জনমেরি নয়।।

কোটি কোটি যুগ, কোটি কোটি কাল
তরঙ্গ-সম বয়েছে উথাল
অন্তর করি' উথাল পাথাল
করিয়া দিয়াছে লয়
তোমার আমার সকল বিভেদ
সকল দ্বন্দ্বচয়।।

দুর্ব্বল আমি তোমার সবল
বাহু-বেষ্টনে গিয়া
নিজেরে ভুলেছি, মজিয়া গিয়াছি
শুধু তোমারেই নিয়া;
প্রতি রোমকূপে হরষোচ্ছ্বাস
করিয়াছে মোরে স্বার্থে উদাস,
তোমার পরশে ভুলিয়াছি আমি
কোটি ভুবনের ভয়,
সকল সুখের উৎস যে তুমি
চির-আনন্দময়।।

(২)

গান গাহিবার নাহি অবসর
তবু যে গাই,
সে কেবল মোর না গাহিয়া কোনো
উপায় নাই।।

গান শুনে জেগে উঠিস্ রে তোরা
উতাল অধীর ভ্রমরের পারা,
ছুটিয়া বেড়াস ত্রিভুবন সারা
প্রেম-পরিমল চাই রে চাই,
তাই ত' আমার মরু-হৃদয়ের
বালুকারাশিতে ফোয়ারা পাই।।

সিঞ্চিয়া ছোট কণা কণা সুধা,
মিটাইব আমি সকলের ক্ষুধা,
সবারে লইয়া মহোৎসবের
আনন্দ আমি জমাতে চাই,—
সবাই জানিবে সবারে আপন
সবাই সবারে মানিবে ভাই ।।

(৩)

সুপ্ত জীবন জাগাইয়া দিবি,
দীপ্ত করিবি প্রাণ;
তারই লাগি তোর আমরণ এই
জীবনের অভিযান।

নিদ্রিত যত জাগিবে সকলে,
একটী লক্ষ্যে চলিবে সদলে,
নব-চেতনায় লভি সম্বোধি
ছড়াইবে আহ্বান,—
"কে কোথায় আছ জগতের হিতে
করিবে আত্মদান।।"

ত্যাগেই জীবন হইবে ধন্য,
ত্যাগেই ধরণী হইবে পুণ্য,
ত্যাগ-সাধনায় সিদ্ধি লভিতে
কে হবি রে আগুয়ান্,
বিশ্ব-সমাজে নর-জনমের
বাড়াইতে সম্মান?

(৪)

দুর্ব্বল দীন জনে বল দাও, আশা দাও,
ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা কর তারে দান;
নিজ শক্তির বলে বাড়ুক সে কুতূহলে,
উঠুক সে বড় হ'য়ে গগন-প্রমাণ।।

বাড়াইয়া দাও তার নয়নের দৃষ্টি,
উৎসুক হোক্ মন করিবারে সৃষ্টি,
নিজেরে পারুক দিতে নিজ বলে পুষ্টি,
লক্ষ্য তাহার হোক্ নিত্য মহান্।।

যুগে যুগে করিয়াছে দাসত্ব সবাকার,
নিক্ না সে এইবার নিজেই নিজের ভার;
শক্ত করুক দেহ, শক্ত করুক ঘাড়,
শক্ত করুক মাথা, শক্ত করুক প্রাণ।।

(৫)

দুরন্ত হোক্ সাহস রে তোর,
দর্ব্বার হোক্ গতি,
পরমেশ্বর-চরণে নিয়ত
থাকুক অটুট মতি,
তাঁহারি কৃপায় জীবের সেবায়
আসুক অমিত রতি ।।

নিজেরে জানিয়া বিশ্বজনের
অকপট সেবাকারী
তোল্ রে গড়িয়া নিজেরে করিয়া
পাপ-তাপ-দুখ-হারী,
পুণ্যে মাখিয়া ধন্য জীবন
সেবাতেই সঁপি প্রাণ-তনু-মন
খুঁজে দেখ্ কোথা লুকাইয়া আছে
নিখিল-জগৎ-পতি ।।

জনে জনে তাঁর দেখিয়া প্রকাশ
মিটারে আঁখির দেখিবার আশ,
সেবার প্রসাদে জাগিয়া উঠুক
ত্রিলোকের সংহতি,
সবারে দেখিয়া মুগ্ধ নয়নে
সবাই জানাক্ নতি।।

(৬)

নূতন জীবন করিব আস্বাদন
করিয়াছি আজি পণ,
নূতন করিয়া লইব গড়িয়া
যাহা-কিছু পুরাতন।।

সত্যের কভু বিনাশ নাই রে, নাই;
সত্যের মাঝে বিজয় বিরাজে,
শাশ্বত সুখ তা-ই
সত্যই হোক্ মোদের ভরসা
অফুরণ অগণন,
সত্যের বলে মিথ্যার সাথে
যুঝিব তুমুল রণ।।

নিদ্রার হোক্ চির-অবসান,
জাগুক লক্ষ প্রাণ
সত্যের তরে দিতে অকাতরে
নিমেষে জীবন-দান;
জাগুক মানুষ, জাগুক দেবতা,
জাগুক তাপস-গণ,
কোটি কুটুম্ব লইয়া সবার
ঘটুক্ রে জাগরণ।।

(৭)

মোহ-নিদ্রার নাহি প্রয়োজন,
ঘুম থেকে ওঠ ভাই;
জাগ্রত যারা, সার্থক তারা,
তাদের বিনাশ নাই ।।

তন্দ্রার ঘোরে করিয়াছ বহু পাপ,
সারা দেহমনে তাই ত' ভুগিছ
সহস্র সন্তাপ;
তাই ত' মৃত্যু হইল ভয়াল,
আতঙ্ককর, দারুণ, করাল;
মৃত্যু-ভয়েরে পদনখাঘাতে
চূর্ণ করা যে চাই ।।

তুলেছ ভ্রমের নেশায় মাতিয়া
কেবলি ভুলের ফুল,
তাতে কি তোমার লাভ হ'ল একচুল?
জাগ্রত আঁখি বিশ্ব নিরখি
ফুল্ল সর্ব্বদাই;
দেখিয়া ভুবনে প্রতি জনে জনে
নিজ সহোদর ভাই ।।

(৮)

হিংসা, নিন্দা, বিদ্বেষ আদি
সব করি' পরিহার
সবাই সবারে ভালবাস ওরে
হৃদয় করি' উজাড় ॥

ভালবাসিবার প্রেমানুরক্তি
অন্তরে দিক্ বিপুল শক্তি,
কোটি কোটি দীপ উঠুক জ্বলিয়া,
দূর করি' আঁধিয়ার
বিশ্ব জুড়িয়া সবাই সবার
হোক্ চির-আপনার ॥

অহঙ্কারের মত্ত নেশায়
ভুলিয়া গেলি রে সব,
জীবন থাকিতে হইয়া রহিলি
সাড়া-বর্জ্জিত শব;
তারি তরে কি রে নর-কলেবরে
আসিলি বারংবার?
ছেড়ে দিবি তুই ভালবাসিবার
শ্বাশত অধিকার?

(৯)

দিকে দিকে বাজে কার দুন্দুভি,
কে করিছে আহ্বান
বিশ্বের প্রতি জনের লাগিয়া
করিতে আত্মদান?

ভুলিতে মিথ্যা স্বার্থ-প্রয়াস,
ছিন্ন করিতে প্রলোভন-পাশ,
নির্ম্মম চিতে বিনাশ করিতে
মরীচিকা আর ভাণ?
কে চাহিছে দিতে প্রতি ধমনীতে
উছল প্রেমের বান?

কে চাহিছে আজি মরা যমুনায়
বহাতে উজান স্রোত
বড় ও ছোটরে টানিয়া সাদরে
মিশাতে ওতপ্রোত?
প্রেমের ঝলকে একটী পলকে
কে জাগায় কোটি প্রাণ?
শোন্ ওরে শোন্, মন দিয়ে শোন্।
শোন পেতে দুই কাণ ॥

(১০)

আপন করার মধু-মল্লার
আকূল কণ্ঠে গাহিয়া
বিশ্বের নব-অভ্যুদয়ের
গগনে রয়েছি চাহিয়া ।।

মরমে ঢালিতে প্রেম-পরিমল
ফুটুক নিযুত প্রেম-শতদল,
সবাই লভুক ধন্য জীবন
প্রেম-পারাবারে নাহিয়া।।

বুঝেছি একথা সত্য ও সার
সবাই সবার চির-আপনার,
লাভ কিছু নাই ক্ষুদ্র স্বার্থে
পরমায়ু অতিবাহিয়া ।।

(১১)

এস সবে আজ ভুলি' ভেদাভেদ
বিশ্বের যত জাতি,
দূর ক'রে দিব যত বিচ্ছেদ
মিলনানন্দে মাতি'।।

দানবের যত রণ-তাণ্ডব
নিমেষের মাঝে করিব নীরব,
সবাই হইব সবার লাগিয়া
চির-জীবনের সাথী।
নির্ম্মূল ক'রে দিব মানুষের
কলহ আত্মঘাতী ।।

যজ্ঞবেদীর হোমের অনল
আকাশ ছুঁইয়া হইবে প্রবল,
নয়নে নয়নে ফুটিয়া উঠিবে
প্রেমের বিমল ভাতি,
প্রভাত-উদয়ে যাবে দূর হ'য়ে
অন্ধ-তামসী রাতি ।।

(১২)

আত্মদানের মন্ত্রে আমরা
দীক্ষিত হব ভাই,
আত্ম-বিসর্জ্জনের চাইতে
শ্রেষ্ঠ পন্থা নাই।।

বিত্ত, চিত্ত, দেহ, মন, প্রাণ
পরহিত-তরে করিব প্রদান,
ভুলিয়া স্বার্থ, ভুলি' লোকমান
যেনরে নিজেরে পাই
ত্যাগের অনলে পরম-শুদ্ধ
অভয় সর্ব্বদাই।।

নশ্বর যত স্বার্থের মোহ
আমরা ছাড়িব সব,
প্রাণ দিয়া মোরা প্রাণ ফিরে পাব,
লভিব প্রেম-বিভব;
যশোগৌরব লভিবার লোভ
যেন রে ভুলিয়া যাই,—
সবারে লইয়া মহামিলনের
আনন্দ শুধু চাই ।।

(১৩)

মধু-মল্লার দিল ঝঙ্কার
সকলের প্রাণে মনে।
নিদ্রিত পুরী আইল কি ফিরি
প্রভাতের জাগরণে?

"চলে আয়" বলি' বাজিছে মাদল,
সবারে বুঝি বা করিছে পাগল,
আঁখি-তারা বাহি' নামিছে বাদল
সকলের দুনয়নে,
জীবন দিতে কি হইবে রে আজ
লভিতে জীবন-ধনে?

দিকে দিকে ফোটে কাহার মূরতি?
কার উজ্জ্বল ছবি
পঙ্গুরে দিয়া গিরি লঙ্ঘায়,
মূর্খেরে করে কবি?
কে আজি সবারে ডাকিছে সাদরে
সত্যের আরাধনে?

(১৪)

বিশ্বের কোটি দুঃখী জীবন
করিছে আর্ত্তনাদ ;—
সকলের দুখ করিব হরণ,
কেহ পড়িবে না বাদ ।।

দুঃখ যে তোর নিজের সৃষ্টি,
কথাটী রাখিয়া মনে
সকল শক্তি নিয়া কি নামিবি
দুঃখ-হরণ রণে?
ললাট-লিখন কর-রেখাগণ
বৃথাই করে বিবাদ,
নিজ-ভুজ-বলে জিনিয়া দুঃখ
মিটাবি মনের সাধ ॥

দুঃখ দেখিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া
অশ্রুর বন্যায়
বলহীন হ'য়ে হতাশ-হৃদয়ে
যাহারা মাটি ভিজায়,
দুঃখ তাদের ছাড়ে না কখনো,
আরো তাড়া করে বেশী ঘন ঘন,
বাহুবলে তুই দুঃখ নাশিবি,
হবি রে নির্ব্বিবাদ,
আমি তোর সনে তোর মহারণে
মিলাব নিজের কাঁধ ॥

(১৫)

একটী নিমেষে জীবন আমার
ধন্য করিয়া দাও;
যা কিছু আমার আছে আপনার
সব-কিছু নিয়ে নাও ॥

তোমার চরণে ভয়হীন মনে
করাও আত্মদান;
নির্ম্মল কর, উজ্জ্বল কর,
সুন্দর কর প্রাণ,
আমার মাঝারে হাজারে হাজারে
বিশ্বেরে যেন পাও,
আমার কণ্ঠে তোমার মিলন-
সঙ্গীত খানি গাও ॥

গানে গানে আজ প্রাণে প্রাণে দাও
মধুর মিলন-সুধা,
দূর কর আজ কোটি জনমের
বিফল তৃষ্ণা-ক্ষুধা,
সকলের পানে তোমার কোমল
সোহাগ-নয়নে চাও ॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৬)

একটী নিমেষে তুমি আপন হইয়া গেলে,
লাগিল না কথোপকথন;
ধন্য হইল মোর জীবন, জনম, প্রাণ,
মুগ্ধ হইল দুনয়ন।।

স্নিগ্ধ পরশ তব ঘুচাইল কলরব,
যত ছিল বাসনা মলিন,
হৃদয়-আসনে মম ওগো তুমি প্রিয়তম
নিজ গুণে হ'লে সমাসীন;
আশ্রয়-বঞ্চিতে দেহে, মনে, প্রাণে, চিতে
ক'রে নিলে আপনার জন।।

তাই ত' তোমার কথা কহি আমি যথাতথা,
তাই ত' তোমার নাম গাহি,
তাই ত' তোমার প্রেম-রস-রাশি-উছলিত
পারাবারে নিতি অবগাহি;
তোমারে পাইয়া আমি সবারে লভেছি যে গো
দিবস-রজনী অনুখন,
তাইত সবার দুখে নিদারুণ বিচলিত
চির-চঞ্চল মোর মন।।

(১৭)

বিপদ যখনি বিপুল, তখনি
তোমারে নিকটে পাই,
তোমার মতন দরদী বন্ধু
বিশ্বভুবনে নাই।।

পথের সুমুখে দেখিয়া পাহাড়
প্রাণ যবে ক'রে ওঠে হাহাকার,
তুমি হেসে কহ,—"ওরে তোর আজ
গিরি-লঙ্ঘন চাই;
বিঘ্ন ও বাধা-বর্জ্জিত পথে
চলিতে পারে সবাই"।।

আমি যে বিশেষ, আমি যে অশেষ,
মোর যে অপার বল,
তখনি ত' আমি অনুভবি, যবে
তুমি হও সম্বল;
অমৃতের মহামন্ত্র রচিয়া
রুদ্র কণ্ঠে গাই,
ফুৎকারে আমি দেই উড়াইয়া
শ্মশানের যত ছাই।।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৮)

তুই কি জানিস্ কি তোর নাম?
জানিস্ কি তোর কোথায় ধাম?
জানিস্ কি তোর আসল পরিচয়?
জান্‌তে যদি পারিস্ রে তা,
এক নিমেষে ঊর্দ্ধরেতা
হবি রে তুই, হবি সুনিশ্চয়।।

লক্ষ কোটি পূজ্য জনে
লক্ষকোটি দেবতাগণে
পূজে সবাই তোরই ত' নাম ধ'রে,
অক্ষি-জলে বক্ষ ভাসায়
আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশায়
ধর্ণা দিয়ে তোরই চরণ-'পরে;
তুই যে রে ভাই বিশ্বপ্রভু
জান্‌লি না রে কিছুই কভু,
অজ্ঞানতা ঢাক্‌ল নয়ন-দ্বয়।।

চ'খ খুলে দেখ্, দেখ্ না এবার
কাট্‌ছে কিনা মোহের আঁধার,
তুই যে বিশ্ব, বিশ্বপতির
সৃষ্টি-সমুচ্চয়,
অন্ধ হ'য়ে ব'সে থাকা
তোর সমুচিত নয়।।

(১৯)

নিজেরে জানিয়া বিশ্বপতির
অনুগত কিঙ্কর
হবি রে ব্রহ্মা, হবি রে বিষ্ণু,
হবি রে মহেশ্বর।।

তাঁর ইচ্ছায় চলিছে সবাই,
তাঁরে ছাড়া কারো কোনো গতি নাই,
তাঁর ইচ্ছার অনুবর্ত্তন
সর্ব্ব-শুভঙ্কর;
নিজ ইচ্ছারে বড় করিলেই
দুঃখ ভয়ঙ্কর।।

অন্ধকারের পরপার হ'তে
জ্যোতির উৎস-মুখে
চল ওরে ভাই, কোনো ভয় নাই,
চল্ উৎসাহ-সুখে;
দিকে দিকে জ্বালা জ্যোতিষ্ক-মালা
ভুলিয়া আপন-পর,
সবারে আপন করা যে রে তোর
ব্রত অবিনশ্বর।।

(২০)

গড়েছি ভিখারী, গড়িয়াছি ক্রীতদাস,
একটী প্রাণীও লভিল না আশ্বাস,—
এই পৃথিবী যে নয় রে নরক,
দেবতার এথা বাস।।

অভয়-অমৃত না করিয়া বিতরণ
ছড়াইনু শুধু তৃষ্ণা-দাব-দহন,
জন্মিয়া সবে বৃথাই লভে মরণ,
দিবানিশি শুধু অন্তর-ভরা ত্রাস,
সুন্দর হেথা কুণ্ঠিত বিমলিন,
শান্তির যেন চলেছে নাভিশ্বাস।।

স্বার্থবুদ্ধি বিতাড়িয়া বহু দূর
বাজাব আজিকে মিলনের মহা-সুর,
পূর্ণ করিয়া সবার পরাণ-পুর
হৃদয়ে হৃদয়ে বিলাইয়া বিশ্বাস,
ভেদাভেদ সব চূর্ণ করিয়া দিব,
অসাম্য মোরা সমূলে করিব নাশ।।

(২১)

বেদান্ত কহে,—"এক আছে শুধু,
দুই নাই, দুই নাই;"
বৈষ্ণব কহে,—"ওকথা মানি না,
প্রেম-মধু আমি চাই"।।

তান্ত্রিক কহে,—"শক্তির পূজা
শ্রেষ্ঠ জগৎ মাঝে,"—
ব্রাহ্ম কহিছে,—"কথা শুনি মোর
মাথা হেঁট হয় লাজে"।
অখণ্ড কহে,—"অন্তরে রাখ
যে যাহা পেয়েছ, তাই নিয়ে থাক,
আমি ত' আমার পরম মন্ত্রে
এক সাথে সব পাই"।।

"দলে দলে আর মতে মতে যত
জমিয়াছে কচায়ন,
এক ওঙ্কারে ঘটিয়াছে তার
সবারি সম্মেলন;
বিরোধ, বিবাদ, তর্কের সাধ
দূর ক'রে দাও ভাই,
মনে মনে হোক ইষ্ট-জপন,
এস বসি এক ঠাঁই।।"

(২২)

নূতন ভাবনা, নূতন লক্ষ্য,
নূতন চিন্তা দিয়া
পূর্ণ করিব নূতন করিয়া
জগতের যত হিয়া।।

একা একা আর নহে সুখভোগ,
সবাকার সাথে চাহি সংযোগ;
রুগ্না ধরণী করিব নীরোগ
প্রেম-সুধা পিয়াইয়া,
পরমানন্দে মাতিব আমরা
সবাই সবারে নিয়া।।

অতীতের যত বিপথ-চারণ,
ধিক্কারভরা জীবন-যাপন,
স্বার্থ-লালচে দুঃখ-দাহন
যাব সবে বিসরিয়া।
মানুষ হইতে শিখাব সবারে
প্রতিটি কুটীরে গিয়া।।

(২৩)

নবীনেরে ডাক দিয়া কহ,
ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ত' নহ
লজ্জায় অবনত মুখখানি আবরিয়া
আঁধারে লুকিয়ে কেন রহ?

নিখিল-ভুবন-জোড়া
বিপুল কর্ম্ম-ভার
তোমা ছাড়া সাগ্রহে
কে বল বহিবে আর?
সবার সকল ব্যথা
বিনাশিতে সর্ব্বথা
সব কিছু নিজ শিরে বহ।।
—ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ত' নহ!

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

হে তরুণ! নবারুণ
সূর্য্যের মত
দিকে দিকে ছড়াইয়া
দাও কর শত,
যার যতটুকু বল
তাই করি' সম্বল
দুঃখ হরিবে দুর্ব্বহ।।
—ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ত' নহ!

(২৪)

দুর্ব্বল যারা কাঁদিয়া হয় আকুল;
সবলেরা করে মান আর অভিমান।
দুর্ব্বল নহি, সবলও ত' নহি,
তাই আমি গাহি গান।।
সুর-মূর্চ্ছনে কান্না চাপিয়া রাখি,
তানে তানে মোর মান-অভিমান ঢাকি;
অভিনয়ে মোর কিছুই রহে না ফাঁকি—
দুঃখ কেবল শান্ত হয় না প্রাণ।।
তুমি যদি হও আমার পরমপ্রভু
দূরে স'রে যেতে দিও না গো মোরে কভু,
অবাধ্য যদি হই জোর ক'রে তবু
মরা দেহে মোর করিও জীবন দান।।

(২৫)

সজল আকাশ পানে
পাতিয়া রেখেছি কাণ,
হে চির-বিরহী তুমি
কি যেন শুনাও গান।।

কি সেই গানের ভাষা?
বহিয়া কি আনে আশা?
কোন্ সে রাগিণী আর
কি তাহার তালমান?

সৃষ্টির আদি থেকে
তুমি কি আমারি লাগি'
সারাটি বরষ আর
ষড়ঋতু রহ জাগি?
আমারে না পাও যদি
তোমার কি পোড়ে প্রাণ?
তাই কি তোমারে সবে
নাম দিল ভগবান্?

(২৬)

তুই কি আমায় জান্‌তে চাস?
জান রে আগে নিজেকেই।
আপনাকে যে চিনতে পারে,
বিশ্ব শুধু চিনে সে-ই।।

নিত্য নূতন খেয়াল ল'য়ে
চঞ্চলতায় লুব্ধ হ'য়ে
মিথ্যা কাজের বোঝা ব'য়ে
হারাস না রে ভাবের খেই।।

জান্‌তে হবে, বুঝতে হবে,
তবেই জনম সফল ভবে;
সাধন করে যে নীরবে,
তার মতন আর চতুর নেই।।

(২৭)

যে যে-ভাবে পার, সবারে বিলাও সুখ,
অন্তর-ভরা ব্যাথারাশি কর দূর।
বহির্ম্মুখেরে কর ভগবন্মুখ,
প্রেমে কর তার প্রাণখানি ভরপুর।।

ছন্দে বাঁধিয়া এক সাথে কোটি প্রাণে
রোদনের রোলে পরিণত কর গানে,
তুলি' মূর্চ্ছনা তুলি' সুর-ঝঙ্কার
বাজিয়া উঠুক মধুর সপ্ত সুর।।

কেতকী, কমল, কুমুদ কুসুম-রাশি
নাচিয়া উঠুক উল্লাস-ভরে হাসি'
তাপ-দগ্ধের সকল ত্রিতাপ নাশি'
ঝরিতে থাকুক তরল মেঘ মেদুর।।

(২৮)

তোমারে আমি ভুলিয়া ছিনু
কত যে মাস, কত বরষ;
সহসা দেখি, তোমার নাম
অতি মধুর অতি সরস।।

যদিও তুমি নিকটে নাই,
তোমার নামে তোমারে পাই,
নামেরি মাঝে লুকিয়ে আছে
অতনু তব সুখ-পরশ।।

নামের গুণে খুলিয়া গেল
অন্ধ আঁখি মোর,
অমানিশার অন্ধকারে
ঘুচিল তমোঘোর;
যেদিকে চাই, কেবলি পাই
মনোমোহন তব দরশ।।

(২৯)

মানুষে মানুষে আলাপন
অনন্ত যুগ ধরি' চলিয়াছে চিরকাল,—
এ জীবন নহে রে স্বপন।
এ জীবনে আছে কত কোটি শিহরণ।।

কত কোটি যুগ ধরি' তৃষিত ধরা
পুণ্য মহিমা আর সুষমা ভরা
মানুষের পরশনে
প্রেমবারি বরষণে
হৃদয়-মাঝারে লভি' মানুষরতন
জানিল অচেনা ধনে আপনার জন।।

দেবতার চেয়ে বড় মহান মানুষ
ভাবিয়া বিধাতা মনে লভে সন্তোষ,
করি' তনু-মন-ধন
মানুষে সমর্পণ
দেবতারা করিতেছে নিয়ত সাধন।
দেবতার প্রাণ লভে নব-জাগরণ।।

(৩০)

নিত্যসত্য শাশ্বত তব
মঙ্গলময় নাম
পূরাক তোমার, আমার , সবার
সকল মনস্কাম।।
ভরুক সবার রিক্ত চিত্ত
লভি' নিষ্কাম ভক্তি-বিত্ত,
সবারে বিলাও অকুণ্ঠ হাতে,
হয়ো নাক' কভু বাম।।

কি ভাবিয়া তুমি করেছ সৃষ্টি
বিপুল জগৎখানা,
তুমি ছাড়া আর সে কথা কাহার
রহিয়াছে বল জানা?
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
সৃজিয়া দিব্যধাম।।

(৩১)

বড়রা বড়, ছোটরা ছোট,
একথা ভাবা ভুল,
হইতে পারে সবাই ভবে
সবার সমতুল।

সাধন কর, সাধন কর,
তবে ত' তুমি হইবে বড়,
তবে ত' ধরা ভরিয়া দিবে
মহামানব-কুল,
তবে ত' ধরা সাজিবে শোভা-
সুষমাতে অতুল।।

নিজেরে ছোট ভাবিয়া হায়
যাহারা পিছে হঠিয়া যায়,
তাদেরে আগে বাড়িয়ে দিতে
চিত মম আকুল;
সহজ আমি করিব পথ
বিপদ-সমাকুল।।

(৩২)

জীবন থেকে আদর্শবাদ
লুপ্ত যদি হয়,
বল্ আমারে কি আর বস্তু রয়,
যার প্রভাবে, যার প্রতাপে
ঘট্‌বে অভ্যুদয়?

ভাই-বোনেদের কণ্ঠা ছিঁড়ে
বাঁচাবে নিজ জীবনটীরে,
এমন বাঁচা কি নামে দেয়
আত্মপরিচয়?
এমন বাঁচার চেয়ে মরা
অনেক শান্তিময়।।

দেব্‌তা হবে ব'লেই পশু
যাত্রা করে শুরু,
মানুষ যে তার মহান্ সেতু,
মানুষ যে তার গুরু;
অভ্রভেদী তার মহিমা
স্বার্থ করে লয়,
প্রেমের বলে বিশ্বভুবন
করবে যে সে জয়,
ত্যাগের বলে সবার সাথে
সবার সমন্বয়।।

(৩৩)

লাগিয়া থাকো সবল মনে
দ্বন্দ করি' দূর,
জীবন-মন কর নিবিড়
ছন্দ-সুমধুর।।

ধরিয়া নাম হবে না ছাড়া,
বিরামহীন বিরতি-হারা
চলিবে সদা নামের ধারা
তিয়াসা করি' দূর,
কোটি ভুবনে সবার প্রাণ
করিয়া ভরপূর।।

বিজন রাতে নামের সাথে
কর রে পরিচয়,
সারা দিবসে বহিয়া মাথে
কর্ম্ম-সমুদয়;
কেবলি নাম চিরাভিরাম
পশি' হৃদয়-পুর
হরিবে তাপ শীতল করি'
পরাণ ব্যথাতুর।।

(৩৪)

জীবনের প্রতি কাজে শুধু বিফলতা,
তথাপি তোমারে আমি ভুলিব না নাথ।
চারিদিকে শুনি শুধু হতাশা বারতা,
তথাপি তোমার নাম জপি দিবারাত।।

তুমিই আমার চির-জীবনের সখা,
আর কারো সাথে নাহি চাহি পরিচয়,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া তব চরণের রেখা
পথের নিশানা আমি লভি সমুদয়;
তোমারে লইয়া মোর
হয় প্রতি নিশি-ভোর,
তোমাতেই গোধুলি গো তোমাতে প্রভাত।।

আরো দুখ দাও মোরে, আরো ব্যথা দাও,
দাও লাঞ্ছনা-রাশি যত তুমি চাও;
কলঙ্ক অপমান
জানিব সুখ-সমান,
কিছুতেই ছাড়িব না আমি তব সাথ,
শুধু তোমারেই আমি করি প্রণিপাত।।

(৩৫)

শরীরের প্রতি রোমকূপে জাগে
তোমার অভয় মন্ত্র,
ধন্য হে তুমি, করেছ আমারে
তোমার হাতের যন্ত্র।।

এমনি করিয়া হৃদয় সবার
তোমার দিব্য পরশে
শিহরি' উঠুক, উথলি' উঠুক
উল্লাস-মহা-হরষে,
একটী প্রাণীও নাহি যেন রহে
ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র।।

তোমার মন্ত্রে লভিয়া জীবন
বিচিত্র যত পথ
পূর্ণ করুক তোমার পুণ্য
অভিলাষ সুমহৎ,
সবার মিলনে হৃদয়-গগনে
জাগুক পূর্ণচন্দ্র,
সবাই ভুলুক ভেদ, বিচ্ছেদ,
শঠতা ও কূটতন্ত্র।।

(৩৬)

মায়াময় বিশ্বের
ছায়াময় দৃশ্যের
কায়াময় অবসান
কখন হবে?
প্রসারিয়া বাহুযুগ
অবহেলি' যুগযুগ-
সঞ্চিত কল্মষ
বক্ষে লবে?
পরমজ্যোতির্ম্ময়
বিদূরিয়া যত ভয়
বিনাশি' তিমিররাশি
বিলাবে সবে?
দুস্তর বিচ্ছেদ
অনায়াসে করি' ভেদ
একত্র ক'রে দেবে
নিখিল ভবে?

(৩৭)

সরল মনের সহজ ভাবনা
প্রকাশ করিয়া কহি,
কোনো অন্যায় অনুগ্রহের
প্রত্যাশী আমি নহি।।

যোগাও আমারে শ্রমের ক্ষমতা
অন্তর-ভরা দাও হে মমতা,
তব করুণায় করি' নির্ভর
দুঃখ যেন গো সহি,
নির্ভীক প্রাণে চূড়ান্ত ব্যথা
অবহেলে যেন বহি।।

দূর কর মম দুঃখ-কষ্ট
এই নহে অনুরোধ,
নিজ-ভুজ-বলে দুঃখ জিনিতে
অন্তরে দিও বোধ;
তুমি যে নিয়ত রয়েছ সঙ্গে
অনুভবি' রহি' রহি'
পঙ্কিল যত' লুব্ধ বাসনা
অগ্নিতে যেন দহি।।

(৩৮)

যেঁই দিকে যাই দেখিবার পাই
শুধু আত্মীয়ে ভরা
স্নিগ্ধ মধুর সুন্দর এই পুণ্য বসুন্ধরা।

দেখিলে যাদেরে শুধু মনে পড়ে
তাঁর মধুমাখা বেণু,
কোটি বিশ্বের সৃষ্টি হইল
লভি' যাঁর পদরেণু,
যাঁর পদনখনর্ত্তনে হ'ল
সুষমান্বিত ধরা,
তাঁরি করুণায় তাঁরই পদছায়
তাঁরি নিজ হাতে গড়া।।
অন্য ধর্ম্ম জানি না রে কিছু,
একটী ধর্ম্ম মোর,
আচরণ করি প্রেম-ভরে আমি
সারাটি জীবন-ভোর!
দূর কেহ আর রহিবে না, সবে
বক্ষে যে দিবে ধরা;
অমার ধর্ম্ম, আমার সাধনা
পরকে আপন করা।।

(৩৯)

বিশ্বের প্রতি জনের লাগিয়া
পরাণ কাঁদিবে মোর,
তবে ত' বুঝিব, তোমার কৃপার জোর!
তবে ত' বুঝিব, এতদিনে হ'ল
মম অমানিশা ভোর!!

অন্ধ তামসে ডুবিয়া রহিয়া
বিব্রত ছিনু নিজেরে লইয়া,
তোমার করুণা-পরশ লভিয়া
খুলিল আলোর দো'র,—
দিব্যজ্যোতি অরুণ-মূরতি
যেন বন্যার তোড়!
তব ত' বুঝিব, এতদিনে হ'ল
মম অমানিশা ভোর!!

(৪০)

ভালবাসা যদি মিথ্যাই হয়ে যায়,
তবু আমি ভালবাসিবই, ভালবাসিব;
স্নেহ দয়া মায়া সব যদি লোপ পায়,
তবু আমি ফিরে তোমার কাছেই আসিব।।

হৃদয়ের সাড়া হঠাৎ যখন থামিবে,
কান্না যখন বর্ষার মত নামিবে,
তখনো তোমার চরণ করিয়া স্মরণ
বিভলের মত অট্টহাস্য হাসিব।।

মিথ্যার কাছে জীবন ইজারা দিয়া
আমি একা একা থাকি কোথা কারে নিয়া?
রাগ কর আর দণ্ড দাও না যত
ভয়-ডর সব সাহস করিয়া নাশিব।।

(৪১)

সবার লাগিয়া রাখিব এ কোল পাতি'।
যাহারেই পাই, তারি সাথে চাই
মিলাতে বুকের ছাতি।।

কুৎসিত ধরা সুন্দর করি' গড়িব,
ভালবাসি' সবে নির্ভয় মরা মরিব,
দুর্ব্বল জনে সবলে তুলিয়া ধরিব
পরমানন্দে মিলনোৎসবে মাতি'
সবার নয়নে সবার পরাণে করিব
বিকশিত নব দিব্য-প্রেমের ভাতি।।

ভালবাসা দিয়া আবরিব সারা ভুবনে,
ভালবাসা ছাড়া কিছু নাহি চাহি জীবনে,
ভালবাসা হোক জাগরণে আর স্বপনে
সকল সময় আমার প্রাণের সাথী;
ভালবাসা দিয়া অন্ধ-তামস-লগনে
দূর করি' দিব বিভীষিকাময়ী রাতি।।

(৪২)

ভালবাসি আমি কোনো দায়ে পড়ে নয়,
ভালবাসা স্বভাব আমার,
মানিনা বিঘ্ন-বাধা, নাহি লাজ-ভয়,
ভালবাসি আমি বারবার।।

ভালবাসা ঘুচাইয়া দেয় সব দুখ,
উজলিয়া উঠে মম বিষণ্ণ মুখ,
ভাবিতে অবাক লাগে
যখন পরাণ জাগে
বুঝিতে না পারি তুমি কার, আমি কার;
আমি তুমি মিলে যেন হই একাকার।।

প্রতিদান নাহি চাহি বাসিয়া ভাল,
ত্যাগের অনল তুমি তখনি জ্বালো,
নিজগুণে প্রেমসুধা মরমে ঢালো,
ভুলে যাই কেবা পর, কেবা আপনার!
তুমি আমি এক, তবে কি চাহিব আর?

(৪৩)

ভালবাসা দিয়া টানিয়া আনিব
সবারে কাছে,
ভালবাসা ছাড়া সবারে দিবার
কি মোর আছে?

কে ছোট, কে বড়, করিতে বিচার
কোনো প্রয়োজন নাহিক আমার;
কার কিবা জাতি, কার কি ধর্ম্ম,
কে তাহা বাছে?

আবেগ উথলে নয়নে-সলিলে,
আনন্দে মোর হৃদয়-ময়ূর
ছন্দে নাচে,
প্রেম ছাড়া কিছু কারো কাছে কভু
নাহি সে যাচে।।

(৪৪)

নিজেরে চিনিলে সবারেই চেনা যায়।
নিজেরে চেনাই জীবনে বিষম দায়!
রক্ত-মাংস-মজ্জার ডেলা
তারে নিয়ে চলে দুদিনের খেলা,
তাহার ভিতরে গহন গভরে
কি আছে, কে চেনে হায়!
চিনিবার কথা ভাবিবার আগে
জীবন বহিয়া যায়।।

পত্রে পুষ্পে শোভা-সুষমায়
সজ্জিত গৃহ-বাটি
তোর কি আবাস? তোর নিকেতন?
তোর আশ্রয় খাঁটি?
জ্বলিয়া পুড়িয়া ধ্বসিয়া পচিয়া
দুদিনেই হবে মাটি।
অনন্ত-পথ-দিগন্তে তুই
তাকাবি কি ভরসায়?

(৪৫)

আপন চিনিতে হ'লে
সবারে বাস রে ভাল,
তখন সমান হবে
কিবা শাদা, কিবা, কালো।।
নিজেরে খুঁজিতে গিয়া
কোথা যাও, কোথ ধাও?
বাহিরে চাহিয়া বল
কার কতটুকু পাও?
সবার ভিতরে তুমি
লুকাইয়া আছ জানি'
জ্ঞানের পলিতা দিয়া
প্রেমের প্রদীপ জ্বালো।।
জ্ঞানময় প্রেমময়
হয় যদি ত্রিভুবন
আপন চিনিতে ভুল
হবে না ক' কদাচন,
কোটি কোটি অবয়ব
তোমারি প্রতিমা সব,
ভিতরে বাহিরে শুধু
আলো আর শুধু আলো।।

(৪৬)

একটী নেশাই,—শুধু ভালবাসিবার।
বাসিতে পারিলে কিছু নাহি চাহি আর।।

যেই ভালবাসা-মাঝে নাহি গোপনতা-লেশ,
যেই ভালবাসা কভু হয় নাকো নিঃশেষ,
রচি' ধূপ-চন্দনে মধুময় পরিবেশ
যেই ভালবাসা দেয় পূরা অধিকার
নিজেরে করিতে কোটি ভুবনে বিথার।।

সবার মাঝারে হেরি' আপনার মূরতি
নিজের মাঝারে লভি' সকলের বিভূতি,
—একেরে লইয়া সব, সবারে হইয়া এক—
ত্রিলোক করিব উল্লাসে মাতোয়ার,
একসাথে কোলাকোলি কোটি বসুধার।।

(৪৭)

ঈশ্বরে যারা বিশ্বাস করে
তাহারা ভাগ্যবান্,
শত বিপদেও অধীর আকুল
হয় না তাদের প্রাণ।।

ধ্বংসের মহাতাণ্ডব-মাঝে
মনের শান্তি পূর্ণ বিরাজে,
শত বাধাতেও নিজ-পথে তারা
কেবলি যে আগুয়ান্,
সবারে সবার হিতকাজে তারা
সদা করে আহ্বান।।

তাদেরে নিরখি' ধন্য এ আঁখি
হয় যেন চিরকাল,
সান্ত্বনা লভি' তাদের বক্ষে
অকপট সুবিশাল
নির্ম্মূল করি' জগতের যত
ভেদবোধ-ব্যবধান
সবাই বাড়ায় সযতনে যেন
মানুষ-জাতির মান।।

(৪৮)

আমি আমার গান গেয়ে যাই
বিজন বনে আপন মনে,
গাইবি তোরা আমার সনে
জোর ক'রে তা কই কেমনে?

অথচ মোর প্রাণে মনে
আর্ত্তি-মাখা আকিঞ্চনে
তোদের কথাই জাগে রে ভাই
অনুক্ষণে প্রতিক্ষণে।।

রাজার ছেলে চাষার মেয়ে
আয় তোরা সবাই ধেয়ে,
তোদের আমি বাঁধব আমার
বাসনাহীন আলিঙ্গনে,
ধন্য-জীবন হব সবাই
পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনে।।

বক্ষে আমার করবি বিরাজ
গড়বি নূতন বিশ্ব-সমাজ,
ভরবি মানব-জাতির জীবন
নিত্য-নূতন বিবর্ত্তনে,
দুর্ব্বলেরে বল দিবি রে,
চক্ষু দিবি অন্ধজনে।।

(৪৯)

দুখ-যামিনীর তারা * পাণ্ডুর-মুখ,
বেদনায় জরজর দুরুদুরু-বুক।
দেখিল না এ জীবনে কারে বলে সুখ,
হায় রে, বিধাতা বুঝি তাহারে বিমুখ।।

সূরয উদিলে তার না রবে কায়া,
তার লাগি' কারো মনে নাহিক' মায়া,
হইতে পারিত যদি কেবলি ছায়া,
দেখাইতে পারিত সে অগণিত দুখ।।

তার লাগি' কাঁদিতেছে মোর পোড়া মন,
তার মত শোকাহত কত যে জীবন
কবে পাবে প্রিয়জনে ভাবিতেছে মনে মনে,
একটু সোহাগ-তরে সদা উন্মুখ।।

(৫০)

যে কাঁদে, কাঁদিতে দাও তারে।
এ সাধের মহীতলে দলিতে চরণ-তলে
নাও ত' আসিতে আর পারে।।

---

* তারা = নক্ষত্র।

আসা-যাওয়া নিদারুণ দুঃখের ভূমিকা,
রচিয়াছে যাহা হায়, বিধাতার তূলিকা;
এসেছে যে, চায় চ'লে যেতে,
আসে নি যে, সে চাহে আসিতে,
নানা-শোভা-মণ্ডিত পুষ্পসমন্বিত
তৃষ্ণায় ভরা সংসারে।
মনে হয়, পশিল সে মহা-কারাগারে।।

বন্ধন মুক্তির অতীতে গিয়া
উচ্ছ্বাসহীন সুখে নাচিবে হিয়া,
হরষ বিষাদ হবে সবারে নিয়া
নিজেরে ভুলিয়া একেবারে,
জীবনের উর্দ্ধে, মরণের অতীতে
লভিয়া পরম সত্তারে।।

(৫১)

কি গান গাহিতে গিয়া
কি গান গাহিয়া যাই,
হিসাব করিয়া তার
ঠিকানা যে নাহি পাই।।

সবারে নিজের বুকে অবিরাম চাহি পেতে,
বক্ষে বাঁধিতে চাহি শোকাহতে আশাহতে
একটী প্রাণীও আমি ফিরাব না কোনো মতে,
সবার পরশ নিজ বক্ষে লভিতে চাই।।

জন্তুর মত যেন স্বার্থ খুঁজে না মরি,
অনায়াসে চলি যেন প্রলোভন পরিহরি',
জীবন মরণ সব নিঃশেষে বিস্মরি'
তোমার চরণে যেন সবারে সঙ্গী পাই।
তোমার চরণে যেন সবার মিলে গো ঠাঁই।।

(৫২)

শত বিশ্বের সহস্র কোটি
শাস্ত্র-বচন সত্য হোক্,
তোমার চরণে সকল জীবের
মিলুক নিত্য অমৃত-লোক।।

সকলের তরে সকলে খাটিয়া
সবার মধ্যে সমানে বাঁটিয়া
হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া
আনন্দে হোক্ বিগতশোক।।

মানুষ-জনম নহে যে তুচ্ছ;
সবাই সমান, নীচু কি উচ্চ,
ঈশ্বরে প্রাণ করি' অর্পণ
সবাই সমান পুণ্যশ্লোক।।

(৫৩)

একটী মহান্ সঙ্গীত-মাঝে
বিশ্বের যত গীতি
কোটি কোকিলের কুহু-তান সনে
করিছে অবস্থিতি।।
একটীরে যদি সাধিবারে পারো
একটীর মাঝে পাবে কত আরো,
লক্ষ, নিযুত, অসংখ্য রাগ-
রাগিণীর ঝঙ্কৃতি।।
কাহারে নাহি করি' অনাদর
একেরি মাঝারে মন কর জড়,
বিচিত্র নানা সুর বিসরিয়া
একটীতে ঢালো প্রীতি,
দূর হয়ে যাবে তাহারি প্রতাপে
জনম-মরণ-ভীতি।।

(৫৪)

বহু দেবতার পূজন ছাড়িয়া
একজনে দাও সারাটি মন,
একজনে নিয়া মন মজাইয়া
ধন্য কর এ মর-জীবন।।

নানা ঋতু আর নানা তিথি জুড়ি'
একেই করুক তোর মন চুরি,
বহু-বন্দনা বর্জ্জন করি'
একের পূজায় রহ মগন।
একের সাধনা মিছে হবে না যে,
একের মাঝারে সব কিছু রাজে;
একই সত্য, একই নিত্য,
একই শুদ্ধ নিরঞ্জন।।

(৫৫)

নিতি নব দেবতার
করিয়া পূজা
চখে ঠুলি বাঁধি' কেন
পরমে খোঁজা?

পরম দেবতা তোর
শ্বাসের সাথে
তোরি বুকে থাকে যে রে
দিবস-রাতে,
সান্ত্বনা খনে খনে
দিয়া দুখী প্রাণমনে
হালকা করিছে তোর
দুখের বোঝা।।
তারে নিয়ে ডুবে যা রে
নাম সাধনায়,
নামের সুধায় জীব
অমরতা পায়;
সবকিছু ভুলে গিয়ে
শুধু নামটুকু নিয়ে
ডুবে যা অমৃত-রসে
সরল সোজা।।

(৫৬)

ঝাঁপতাল

কেবল নিজের লাগি' করিও না কোনো কাজ,
সবার সুখের তরে করিও যতন;
জগতের শুভ-তরে জনম নিয়াছ আজ
ধরিয়া মানব-রূপ মদন-মোহন।।

মানুষ ত' পশু নয়, সে যে রে দেবতা মম,
সকলেরে প্রেমভাব, স্নেহ দয়া অনুপম,
পুণ্য বসুন্ধরা হইয়াছে পূততরা
লভিয়া তনয়-রূপে মানুষ-রতন।।
হে মানুষ! কে কোথায় আছ লুকাইয়া
সফল-জীবন হও নিজে প্রকাশিয়া,
সবাই মানুষ হোক্ তোমারে দেখিয়া;
দেবতারো তুমি যে গো আরাধ্য ধন।।

(৫৭)

জীয়ন্তে তোরে শ্মশান-চুল্লী
দগ্ধিছে দিবারাত।
কার লাগি' তোর নিষ্ঠুর এই
নিষ্ফল প্রাণপাত?
সে কি রে বিশ্ব, বিরাট উদার?
অথবা ক্ষুদ্র স্বার্থোদ্ধার?
কিসের লাগিয়া দুঃখেরে তুই
করিলি রে প্রণিপাত?
মেনে নিলি তুই অহেতুক যত
আশোভন সংঘাত?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

তুচ্ছ স্বার্থে এত দুঃখ ত’
সহন উচিত নয়,
সবার স্বার্থে দুঃখ-বরণ
দূর করে প্রাণ-ভয়।
আত্মদানের আবেশে জমুক
আবেগের মৌতাত।।

(৫৮)

দিনান্তে যদি ফুরসুৎ কভু পাই,
হোক্ এক কণা আপত্তি তাতে নাই;
তোমার নামের ফোয়ারার জলে
ডুবিয়া যাইতে চাই।।

চাখিয়া দেখেছি জগতের বহু সুখ,
তৃপ্তি ত’ নাই, শুধু শুধু পাই
অনভিলষিত দুখ;
হতাশা, বেদনা, সন্তাপ নানা।
কোথায় প্রাণ জুড়াই?
দেখিলাম, তব নামের মতন
অমিয় কোথাও নাই।।

যে সুখাস্বাদ ক্ষণেক-ভিতরে
কোটি জনমের তাপরাশি হরে,
প্রাণারাম প্রভু প্রাণে এলে পরে
প্রাণময় হ’য়ে যাই;
তাই শুধু চাই, তাই শুধু চাই
আর কিছু নাই চাই।।

(৫৯)

আমার গানের সুর সুর ও অসুর
সকলের ক’রে দিক্ প্রাণ ভর পুর।।

ছোট-বড় ভেদাভেদ দিক্ ভুলায়ে,
দুঃখ করুক দূর স্নেহ বুলায়ে,
অতীতের সন্তাপ, পরিতাপ, অভিশাপ
সব ভুলাইয়া দিক্ শক্র-চমূর।।

পর নাই, দূর নাই, অমিত্র নাই,
সবাই হইবে মোর আপনার ভাই,
পরেরা আপন হবে নন্দিত করি’ ভবে,
প্রাণের সমীপ হবে যে আছে সুদূর।।

(৬০)

ঝাঁপতাল

হইয়া ব্রাহ্মণ সবে
মহতী জগতীতলে
করুক উদ্ধার জীবে
নিজ তপস্যার বলে।।

না ভাবি' নিজেরে এক
অন্ত্যজ বা অপাংক্তেয়,
না ভাবি' নিজেরে কভু
মানুষের মধ্যে হেয়,
না চাহি' কাহারো পূজা,
মেরুদণ্ড রাখি' সোজা,
পবিত্র করিয়া মহী
চলুক সে কুতূহলে।।

প্রাণের জোয়ার দিয়া
উপাসী তৃষার্ত্ত হিয়া
তুলুক সে মুঞ্জরিয়া
পরার্থের ফুলে ফলে।।

(৬১)

ফেলিয়া তোমারে দিতে পারি না যে
যতই না তুমি ক্ষুদ্র হও।
আমার চক্ষে তুমিই ইন্দ্র,
কখনও তুমি তুচ্ছ নও।।

নিজেরে ভুলিয়া ভ্রমে বিচরিয়া
করিয়া অশেষ পরিশ্রম,
দীর্ঘ হইতে সুদীর্ঘতর
পথ শুধু কর অতিক্রম;
ফেলিয়া সুসার কুড়াও অসার,
নশ্বর সুখে আঁকড়ি' লও।
তুমি কে যে হায়, কে বলে তোমায়?
নিজের খবর নিজে না লও।।

যোদ্ধার মত সত্য আহবে
এখন তোমার নেমে যেতে হবে,
ভ্রান্তি ছাড়িয়া বিশ্ব জুড়িয়া
সকলের ব্যথা বক্ষে বও।
কখনও তুমি তুচ্ছ নও।।

তোমার চেয়েও অধিক দুঃখী
শত শত আছে চৌদিকে,
নিজের দুঃখ নিজেই ঘুচাবে
একথা তাহারা কোথা শিখে?
তুমি তাহাদের হও আজি গুরু
তোমার কাছেই হোক্ কাজ শুরু
সবারে ডাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে
অমূল্য এই কথাটী কও,—
"কখনও তুমি তুচ্ছ নও"॥

(৬২)

দুর্ব্বল জনে বল দিয়া কর
উন্নত মহীয়ান্,
তবে ত' করিবে জগৎ-সেবায়
মহৎ আত্মদান॥

বলহীন হয় কর্ম্মকুণ্ঠ,
অলস, তন্দ্রাশীল,
কথায় কর্ম্মে সদা বেমানান—
থাকে না কো কোনো মিল,
দেশের দশের স্বার্থ-হানিতে
কাঁদে না রে তার প্রাণ॥

নির্ভীক মনে বিপদের সনে
করিতে মহাসমর
স্বার্থের কথা ভুলিয়া যাইতে
কর তারে তৎপর,
জীবন লভিতে প্রাণ দিয়া দিতে
কর তারে আহ্বান,
কর তারে আগুয়ান॥

(৬৩)

যাহারে দেখিবি অধম, অনাথ,
সদা পরনির্ভর,
তারে উদ্ধার করিতে হবে রে,
তাহার সঙ্গ ধর্॥

তাহারে আপন করিয়া লইয়া
অন্তরে প্রিয় জনটী হইয়া
বুকের মাঝারে দাবানল সম
আগুন সৃষ্টি কর্,
তাহা দিয়া তার দগ্ধ করিবি
পাপরাশি নশ্বর॥

যতই মলিন হোক্ তার মন
শিখায়ে মন্ত্র পাপোদ্ধারণ
পুণ্য করিবি, ধন্য করিবি
এ বিশ্ব-চরাচর।।

(৬৪)

জগদ্‌বাসীর কুশল-কর্ম্মে
করিয়া আত্মদান
আমি নগণ্য হব সুধন্য,
পুণ্য হইবে প্রাণ।।
কেন বৃথা করি কাল-কর্ত্তন?
আত্মগঠন আজ প্রয়োজন;
আমার ভিতরে জাগ্রত হ'লে
নিদ্রিত ভগবান্
সার্থক আমি জানিব নিজেরে
পরম ভাগ্যবান্।।

দুর্ব্বল যদি প'ড়ে যায় কূপে
উঠিতে পারে না সে যে কোনো রূপে!
পড়ি' বারে বারে উঠিবারে পারে
যে জন শক্তিমান্,
হাতে পেয়ে দড়ি ওঠে তাড়াতাড়ি
রহি' অপেক্ষমাণ।।

(৬৫)

জীবন-দানের মহান্ যজ্ঞে
আহুতি হইতে চায়,
তার দিকে মন ধায়।
মোর জীবনের সকল প্রাপ্তি
তাহারি পদ-ছায়ায়।।

সে-ই ত' করিবে নূতন সৃষ্টি,
সে-ই বিতরিবে তৃপ্তি তুষ্টি,
সদ্য বিদূরি' মহাবিনষ্টি
শান্তি দিবে ধরায়,
ক্ষণেকের কিছু দুঃখ-দৈন্যে
কিছু নাহি আসে যায়।।

ত্যাগের বিভূতি লইয়া হস্তে
পরশিয়া দিবে সবার মস্তে,
হাজার বিঘ্ন-বিপদেও মোরা
রহি' উন্নত-কায়
নির্ভয়ে যেন মিটাইতে পারি
জগতের যত দায়।।

(৬৬)

ত্যাগের বারতা শুনাইতে চাহি
সকলের কাণে কাণে
নবজীবনের নূতন শোণিত
সঞ্চারি' প্রাণে প্রাণে।।
অপসংস্কার, মিথ্যা আচার,
ভাণ আর অবিনয়,
অহঙ্কারের উচ্ছ্বাস আর
ভীরুতা ও অভিনয়,
সকলি উড়ায়ে ভাসাইয়া দিব
মহাসাগরের বানে
উপাড়ি' পাহাড় উগারি' বজ্র
তাণ্ডব-কলতানে।।
কে আমার সাথে খেলিবি আজিকে
ধ্বংসের হোলি-লীলা,
কোটি-শতাব্দী-সঞ্চিত পাপে
করিবি রে মোকাবিলা,
দিব্য জীবন লভিব সকলে
সফল আত্মদানে;
সার্থক আজি করিব তাহারে
যার নাহি ছিল মানে।।

(৬৭)

বলহীন এই নিঠুর জগতে
ঘটে না অভ্যুদয়,
বল-সাধনার তপস্যা তাই
করিতেই যে রে হয়।।

ব্রহ্মচর্য্য করিয়া পালন
ব্রহ্মবীর্য্য করি' অর্জ্জন
সত্যের পথে ধর্ম্মের রথে
করিব জীবন লয়,
আত্মস্বার্থ পোষণ কখনো
মোদের কাম্য নয়।।

তৃপ্তি, তুষ্টি, শান্তিতে মোরা
ভরিব নিখিল বিশ্ব,
সবারে সমান করিয়া তুলিব,
থাকিবে না কেহ নিঃস্ব,
সকলের সাথে সকলের প্রীতি
ঘটাবে সমন্বয়;
আত্মদানের মহিমায় মোরা
করিব বিশ্ব জয়।।

(৬৮)

ভাঙা হাটেই বিক্‌ব আমি
মানুষ-মোহন মণি,
কণ্ঠে আমার সুপ্ত আছে
গোলকুণ্ডার খনি।।

ভৈরব রাগ উচ্চ রবে
মাতিয়ে দেবে নিখিল ভবে,
বহাবে মোর নয়ন-পথে
ভক্তি-সুরধনী।।

ভুলবে সবাই আপন পর,
প্রেম হবে এক অনশ্বর;
করবে সবায় সমান সুখী
করবে সমান ধনী।।

(৬৯)

নাহি রে শ্রান্তি, নাহি রে ক্লান্তি,
শুধু কাজ ভালবাসি;
অনন্ত-কোটি দুঃখীর মুখে
ফুটাতে চাহি রে হাসি।।

মোর দেহপাতে অপরেরা যদি
শাশ্বত সুখ পায়,
কোথায় দুঃখ? মোর অন্তর
তৃপ্তি লভিবে তায়।
দেহই ভাঙ্গিবে, আত্মা ত' মোর
সনাতন অবিনাশী।।

পরিতাপ শুধু এইটুকু, যবে
গগনে আছিল বেলা,
দ্রুততর কাজ করিতে কখনো
করি নি ত' অবহেলা?
কবেই ত' সেই অরুণ-উদয়ে
শুনিয়াছিলাম বাঁশী।।

(৭০)

ঝড়ে ঘর কাৎ হয়ে গেছে
পচিবে সে বন্যার চাপে,
একদা হঠাৎ নহে কভু,
নিঃশেষ হবে ধাপে ধাপে।

মানুষের মৃত্যুও এভাবেই হয়,
মৃত্যু আকস্মিক নয়,
একদা যা ছিল, তাহা
ক্রমে পায় লয়;
অবিরাম বয়সের তাপে
জীবন-প্রদীপ-শিখা দিবানিশি কাঁপে।।

মৃত্যুরে করিবারে জয়
পরমেশ্বরে কর লয়
তোমার যা-কিছু আছে সংসারময়
মৃত্যুরে ক'রো না ক' ভয়।
পলায়নে নাহি লাভ,
বাড়ে শুধু অনুতাপ,
লাভ নাই সত্যের কোনো অপলাপে।।

(৭১)

রাত কাটালাম একটী গাছতলায়।
চন্দ্রমা তার স্নিগ্ধ কলায়
জ্যোৎস্না-মাখা মুগ্ধ গলায়
গুণ্ গুণ্ করি' কার যেন গুণ গায়।।

ধরিত্রী মা নিলেন কোলে,
তবু আমার মন না ভোলে,
উদাস আঁখি আকাশ-পানে ধায়,
শ্রান্তিহরা নিদ্রা ছাড়াও
আরও কিছু চায়।।

সকাল বেলা অরুণ রবি
আঁক্‌ল হাজার রংয়ের ছবি,
পাখীর জ্বালায় প্রাণটী রাখা দায়;
মতামতের উচ্চ রবে
তুচ্ছ মহৎ ব্যস্ত সবে,
শান্তি কোথায়, তার কি রে খোঁজ পায়?

নিশীথ রাতের সেই ত' ভাল
নীরব নিথর আকাশ ছিল,
ছিলাম ডুবে একটী ভাবনায়।।

(৭২)

কত ভাবে কত জনে
ডেকেছি কাজে;
উষায় ডেকেছি যারে,
আসিল সাঁঝে।।

আমার সময় নাই,
মন করে যাই যাই,
নিশা-যাপনের লাগি'
থাকিব না যে!!

কে আছে কোথায় মোর
হৃদয়ের ধন
সাধিতে আমার কাজ
করিবে যতন,
জানিবে, সঁপিতে হবে
তনু-মন-ধন;—
অহমিকা অভিমান
সকলি বাজে।।

কে আছে, যাহার মন
ভবিষ্যতের
পরশ লভেছে কোটি
নব নয়নের,
সবারে-আপন-করা
বিপুল-আকুতি-ভরা
প্রেম যার দিবানিশি
হৃদয়ে রাজে।।

(৭৩)

এতকাল যারা ছিল দূরে দূরে
আজ তারা কাছে আসিয়াছে।
ভাবিত আমারে পরম শত্রু,
আজ তারা কাছে বসিয়াছে।।

ভুলি' বিদ্বেষ, ভুলিয়া বিবাদ
মোর আঙিনায় পশিয়াছে,
আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিয়াছে আর নাচিয়াছে।।

মোর চোখে দেখি' বরষার ঘটা
মোর সাথে তারা কাঁদিয়াছে,
হাসি খলখল শুনি' অবিরল
আমার সঙ্গে হাসিয়াছে।।

আনন্দে আজ পূর্ণ এ ধরা;
আর কেন থাকি হ'য়ে মন-মরা?
শত্রু-মিত্র এক হ'য়ে আজ
মহাদুঃখেরে নাশিয়াছে।।

(৭৪)

কিছু কি পথ হয় নি চলা?
কিছু কি কথা রহিল বাকী?
ভাষার মেলা প্রেমোচ্ছলা,
তবু কি তাতে রহিল ফাঁকি?

সবারে দিতে প্রেমের ডালি
শূন্য ঝুড়ি দিলাম খালি?
ভালবাসিতে দিলাম গালি,
কেবলি ভুল করিনু নাকি?

চলিতে গিয়া সত্য পথে
উঠেছি কি গো মিথ্যা-রথে?
সরল সাধু সাজিতে গিয়া
ভাণ কি আসি' বসিল জাঁকি'?

(৭৫)

একা একা যারা বিশ্বভুবন
বিজয় করিতে চায়,
তারা কি কখনো জয়-লক্ষীর
কনক-কিরীট পায়?

ব্যক্তির যত প্রতিভা থাকুক,
সবার শক্তি তাহাতে লাগুক,
তবে ত' ধরণী ভাসিবে ডুবিবে
প্রেম-মহা-বন্যায়!!

সবারে আনিয়া একত্র কর
মহান্ যজ্ঞ জানি',
তার লাগি' সবে প্রতিজ্ঞা কর,
যে আছ যেখানে প্রাণী;
মনে রাখ ভাই, সময় যে নাই,
জীবন বহিয়া যায়।
কি হইবে ফল করি' কোলাহল
নিতান্ত অবেলায়?

(৭৬)

যত জন আছে মায়ায় মুগ্ধ
তাদেরে মুক্তি দাও,
আপনি ডাকিয়া বাহু পসারিয়া
সকলেরে কোলে নাও।।

"সুখ", "সুখ" বলি' কেবলি কাতর,
প্রকৃত কুশলে করে অনাদর,
তাদের বিরস পাংশুবর্ণ
আননের পানে চাও।।

এদেরে ভুলিয়া কেমনে রয়েছ
দয়াল বিশ্বপতি?
কেন কৃপাবলে ফিরাও না তুমি
সবার জীবন-গতি?
উপেখি' এদেরে বল দেখি মোরে
কি সুখ-সোহাগ পাও?

(৭৭)

বাজে দুন্দুভি, উচ্চারি' অভীঃ
জয় জয় মহারব,
কোটি ফুলকলি করি' কোলাকুলি
ছড়াইছে সৌরভ।।

আয় রে আজিকে কে দিবি আহুতি?
কার আছে প্রাণ দিবার আকুতি?
কে লভিতে চাস্ আত্মদানের
দ্বিধাহীন গৌরব?

জীবন যাহার গড়িবার তরে
পুঞ্জিত আছে সাধনা,
স্বার্থবিহীন বিশ্বসেবায়
যার প্রাণে উন্মাদনা,
তার প্রাণদানে জাগে প্রাণে প্রাণে
জীবনের বৈভব,
শাশ্বত হয় অনিত্য এই
ধরণীর অবয়ব।।

(৭৮)

কাঠের গুঁড়ি মাথায় দিয়ে
ছিলাম শুয়ে শ্মশান-খোলায়,
চম্‌কে দেখি, রাস্তা দিয়ে
ঐ যে কারা গান গেয়ে যায়।।

হাতে তাদের বরণ-ডালা,
হাজার ফুলের হাজার মালা,
স্নেহের জোয়ার পরাণ-ঢালা,—
চল্‌ছে তারা কিসের আশায়

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

হঠাৎ দেখি ধাই-মা এসে
টানল আমায় মধুর হেসে,
প্রণব-গীতি গাইনু আমি
নাম্‌তে গিয়ে ধূলার ধরায়।।

(৭৯)

মরণ ত' শুধু পুন
আসার তরে,
তাই ত' নূতন শিশু
সবার ঘরে।।

যে কাজ হয় নি শেষ
গত জনমে,
সে কাজের দায় গাঁথা
আছে মরমে;—
যাওয়া শেষ কথা নয়,
আবার আসিতে হয়
পরিপূর্ণতা দিতে
এ চরাচরে।।

স্নিগ্ধ করিব মোরা
দগ্ধ ধরা,
তাই ত' নূতন ক'রে
শরীর ধরা;
অশিব নাশিব মোরা
সাধন ক'রে,
অমিয় বিলাব মোরা
উভয় করে।।

(৮০)

হ'তে পারে এটি ক্ষুদ্র শিশু,
তবু হ'তে পারে অতি মহান্,
হ'তে পারে এক নবীন বুদ্ধ,
বিধাতার এক ধন্য দান।।

হ'তে পারে যীশু, শঙ্কর আদি,
ঈশ্বরে যার পুণ্য সমাধি,
হ'তে পারে গুরু নানক অথবা
শ্রীচৈতন্য সুমহীয়ান্,
অরূপ বিসরি' যার রূপ ধরি'
ধরণীতে নামে শ্রীভগবান্।।

অনাদরে এ'রে করিও না হেলা,
লীলাময় করে নিতি নব-খেলা,
সবার মাঝারে তাঁহারি প্রকাশ
হয়ে যেতে পারে দীপ্যমান।।

(৮১)

জননি! তুমি ভাবিছ কিগো
শিশুরে নিয়া কোলে,
তনয় যেন কখনো কোনো
ছলায় নাহি ভোলে?

ভুলিয়া মোহ, ভুলিয়া ভয়
তনয় যেন মানুষ হয়,
অভয় দানে কোটি পরাণে
বজ্রনাদ তোলে,
জাগরণের বাণী বিতরে
হরষ-হিল্লোলে।।

তনয় যেন দেব-দানবে
সমান চোখে দেখে,
সবার সাথে সবারে প্রেম
শিখায় তথা শেখে;
অটুট রাখে মনের বল,
পথ চলিতে অচঞ্চল,
উচ্ছ্বাসে বা মনের ভুলে
কদাচ নাহি দোলে,
আপন পথ ছাড়িয়া যেন
না পড়ে বৃথা গোলে।।

(৮২)

শর্ব্বরী হইল প্রভাত;
দূর হ'ল তমোময়ী রাত,
এখন মিলিত হবে সানন্দ কলরবে
বিশ্বের প্রতিজন-সাথ।।
সবারে করিয়া দান সুখ,
ঘুচাইয়া ধরণীর দুখ
দেখিতে চাহি যে হাসিমুখ,—
আমরা যে মানুষের জাত!
সবার সেবায় লাগাইয়া
ধন্য করিব দুই হাত।।

উজাড় করিয়া দিয়া প্রাণ,
ঢালিব সুধার অবদান,
গাহিব আকুল-করা গান,
ঝরে যেন পীযুষ-প্রপাত;
নবজাত শিশুদের গায়ে
লাগিতে দিব না অপঘাত।।

(৮৩)

মানব-জীবন ধন্য হইবে,
পুণ্য হইবে করিয়া দান
সকলের শত শুভ-সাধনায়
ধন, জন, তনু, মন ও প্রাণ।।

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ভুলিয়া
ভালবাসা দিয়া ধরা আকুলিয়া
উচু-নীচু ছোট-বড়রে লইয়া
প্রতিষ্ঠা কর নব-বিধান,
নূতন মন্ত্রে নূতন তন্ত্রে
গাহি' এক তানে মিলন-গান।।

জাতিভেদ আর ধর্ম্মের ভেদ—
সকল বিভেদ ভুলিতে চাই,
দেশে দেশে আর ভাষায় ভাষায়
আমাদের কোনো কলহ নাই;
সবারে শোনাও কল্যাণ-কথা,
শোন সবাকার মর্ম্ম-বারতা,
সুবিনীত মনে দরদী পরাণে
ব্যগ্র হৃদয়ে পাতিয়া কাণ।।

(৮৪)

এসেছিস্ এ ধরায়
করিতে যে কাজ!
আসল ফেলিয়া কেন
করিস্ অকাজ?
জীবন ডাকিছে তোরে
দিয়া হাতছানি,
কাণ পেতে শোন্ তার
জীবনীয় বাণী;
যতই বাড়িছে বেলা,
তত কাজে অবহেলা,
আলস্যে তোর কি রে
নাহি কোনো লাজ?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

শূন্য আধার আছে
তোর অন্তরে,
সাধনা-ধারায় তারে
নিবি না কি ভ'রে?
সে মহাশক্তি দিয়া
নিবি না কি উছলিয়া
স্বভাবত যাহা তোতে
করিছে বিরাজ?

(৮৫)

তুই যদি রে আমারি, তবে
কিসের তোর ভয়?
বিবশ ভাবে পড়িয়া থাকা
তোর তরে ত' নয়!!
হতাশা যদি মথিয়া থাকে
সারাটি মন তোর,
আমি যে নিজে কাটিয়ে দিব
যত তমসা-ঘোর;
আমি দিব রে সম্বল,
আমি দিব রে মহাবল,
আমি দিব রে সাহস তোরে
করিতে রণজয়।
বিঘ্ন-বাধা সকলি দে রে
আমাতে করি লয়।।

বহু সাধনা করিয়া প্রেমে
ভরিয়া নিয়া হিয়া
সফল হবে জনম তোরে
নবজীবন দিয়া;
একটী প্রাণে হাজার প্রাণ
জাগিয়া উঠি' করিবে ত্রাণ,
কোটি ভুবনে উদ্ধারিবে,—
এ আশা মনোময়।।

(৮৬)

কে রে কাঠ ফাঁড়ে বৃদ্ধ মজুর
ছেলে মেয়ে তার নাই বুঝি?
নাই অবসর, বিশ্রাম নাই,
শান্তি না পায় হায় খুঁজি!!

নিলাজ হইয়া সুত-সুতা দল
উপহাস করে হাসি' খলখল,
সম্মুখে দেখি' ক্লান্ত পিতারে
অনায়াসে থাকে চ'খ বুজি'।।

এদেরে মানুষ করিতে যাইয়া
বৃদ্ধ নিজেরে ফেলেছে খাইয়া,
নিজের জন্য নহে তার শ্রম,
সারা জীবনের যত রুজি
দিয়াছে ঢালিয়া ইহাদের তরে—
আয়ু, বল, প্রাণ, সব পুঁজি॥

(৮৭)
ঝাঁপতাল

কৃতজ্ঞ রহিবে পুত্র,
এ আশা করিয়া
মুর্খ পিতা স্বর্ণ-চূড়া
তুলিল গড়িয়া।
দুরন্ত কৃতান্ত আসি'
কৌশল করিয়া
সব পরমায়ু-টুকু
লইল হরিয়া॥

পুত্র কহে,—"পিতা তুমি
চলি' গেলে কেন
আচম্বিতে দিয়া ব্যথা
বজ্রাঘাত হেন?"
মৃত্যু কহে,—"তুই তার
বুঝিলি না দাম,
তাই তার পরমায়ু
আমি হরিলাম।
এখন কি লাভ হবে
কাঁদিয়া কাটিয়া?"

(৮৮)

যৌবনে, প্রৌঢ়ে ও বৃদ্ধদশায় যারা
পুত্র কন্যা লাগি' খাটিয়া মরে,
তাহাদের কয় জন হাসি মুখে উঠে' যায়
শ্মশান-বহনকারী খাটিয়া 'পরে?

পুত্রেরা বেইমান, কন্যা স্বাধীনচেতা,
পত্নীর তর্জ্জনী রসনা কলহ-রতা,—
প্রতিদিনকার প্রতি ঘণ্টাটি কাটে যেন
মাথার উপরে ঝোলে বলির খাঁড়া,
বাঁচিয়াও প্রতিদিন মরণের কবলিত,
বিচিত্র অভিনয় বছর-ভরা।
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়িবার স্বাধীনতা
বিকায়ে গিয়েছে যেন চিরটি তরে।
যার প্রতি যতটুকু করিবার রহিয়াছে,
ক'রে যাও আসক্তিবিহীন মনে;
সুক্ষণে কুক্ষণে করণীয় ক'রে যাও,
সকলের শোধ ঋণ সাহস সনে,
লক্ষ্য থাকুক শুধু পরমেশ্বর-পূজা,—
তাঁরি পূজা হয় যেন প্রতিটি ঘরে,
ক্ষুদ্র-বৃহৎ ভাবে ভক্তি ও অনুরাগে
অনাড়ম্বরে তথা সাড়ম্বরে!

(৮৯)

অল্প আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা
তথাপি কহি না হরি,—
"সেইটুকু মোর করুণা করিয়া
দাও হে পূরণ করি'।।"

চাহি শুধু "মোরে অনুরাগ দাও
সারাটি হৃদয় ভরি"
ঝড়-ঝঞ্ঝায় নির্ভয়ে আমি
বাহিব জীবন-তরী।।

তোমারি কারণে বেঁচে থাকি যেন
তোমারি কারণে মরি,
বার বার শুধু এ মিনতি করি
তোমার চরণ ধরি'।।

(৯০)

আমি শুধু ব'সে আছি
এ আশা করি'
ভিড়িবে আমার ঘাটে
তোমার তরী।।
উঠিব ত্বরিতে আমি সবারে নিয়া,
সবারে করিও সুখী দরশ দিয়া,
তুমি সদা থেকো ওগো
হালটি ধরি'।।

আমার প্রেমের ছিল না মূল,*
আমার প্রেমের ছিল না ভুল,
আমার প্রেমের জন্ম হ'ল
প্রসন্ন †এক পুণ্য প্রাতে।

লিখ্‌তে গিয়ে পাঠশালাতে
বর্ণমালার সাথে সাথে
চেনাচেনি জানাজানি
হ'ল তোমাতে আমাতে।
আমায় তোমার ক'রে নিলে
বিশ্ববাসীর অজানাতে।

(৯৩)

ক্ষুদ্র শিশুও ক্ষুদ্রই নহে,
তারে করিও না অবহেলা;
একদা জ্বালিয়া প্রেমের প্রদীপ
সে-ই সাজাইবে মহামেলা।।

---

* মূল = initiator, দীক্ষাদাতা
† প্রসন্ন = পাঠশালার প্রসন্ন মাষ্টার মহাশয়।

জ্ঞানের ভাতিতে উজ্জ্বল করি'
তমোলাঞ্ছিত অমা-বিভাবরী
দিকে দিকে দেখাইবে নির্ভয়ে
রণবিজয়ের চণ্ডখেলা,
কেমন করিয়া সমুদ্র-পার
হইতে হয় রে বিনা ভেলা।।

যার নাই কেহ, যার নাই গেহ,
প্রাণ ভ'রে দাও তাহারেও স্নেহ,
সদ্‌-ব্যবহার কর সময়ের
যতটুকু আর আছে বেলা।।

(৯৪)

পূজনীয় আর অনাদরণীয়
সবারে জানিয়া এক-সমান,
প্রতিজনে দাও উচ্চ আসন,
সবার সমানে বাড়াও মান।।

তুমি নিজে বড় একথা ভাবিয়া
অন্যেরে টানি' নীচে নামাইয়া
লাভ ত' তোমার কিছুই হবে না,
বাড়িবে কেবল বৃথাভিমান,
কথার দাপট বাড়িবে কেবল,
দাম বাড়িবে না তিল-প্রমাণ।।

ছোট যেই জন আজ তব কাছে,
তাহারো ত' এক ভবিষ্য আছে!
সাধন করিয়া সিদ্ধি লভিয়া
সে যদি নিজেরে করিয়া দান
হুঙ্কার ক'রে গর্জ্জন করে,
কোথায় লুকায়ে রাখিবি প্রাণ?

(৯৫)

পূবের আকাশ তার ঘোমটা খুলে
দেখাল ললাটে তার সিন্দুর-বিন্দু;
পড়েছিল মন মোর ঘুমেতে ঢুলে,
নাচিয়া উঠিল যেন শত কোটি সিন্ধু।।

তর্জ্জনে গর্জ্জনে তরঙ্গ-উচ্ছাসে
ছোট-বড়, উচু-নীচু সব এক নিঃশ্বাসে
মিলে হ'ল একাকার।
বিচিত্র সমাহার!
এক সাথে দিল সাড়া ভাস্কর ইন্দু।।

বুঝিলাম, এক ছাড়া দুই নাই, দুই নাই,
হাজার খুঁজেও আমি আর কিছু নাহি পাই;
শূন্যের নীহারিকা
স্বপ্নের বিভীষিকা
বাস্তবে মিলাইল তবে তুই হিন্দু,
সবারে স্বীকার ক'রে নে রে প্রিয়বন্ধু।।

(৯৬)

একটী নামেই থাক্ রে লেগে
এক পথে কর্ পর্য্যটন।
এ পথ, ওপথ, সে পথ চেখে
বৃথায় কেন ঘুরিস্ মন?

কিছু যদি চাস্ রে পেতে
হাতজোড়া তোর রাখ্ রে পেতে,
একটী ভাবেই বিভোর হ'য়ে
করবি আত্মসমর্পণ।
দিন-রজনী কর্ ওরে ভাই
জীবন দিয়ে দেবার পণ।

দিনযামিনী আপন মনে
লাগ্‌রে আত্ম-সমর্পণে,
হাজার কথা যা ভুলে যা,
বাইরে কেন আকর্ষণ?
একটী সত্য জানার বেশী
কি আছে তোর আকিঞ্চন?

(৯৭)

ওঙ্কার! তুমি মহামধু মম
তথাপি কেহ না দেখিল চাখি'
ওঙ্কার! তুমি ভাস্কর-সম,
তথাপি মুদিয়া রহিল আঁখি।।

সকল মন্ত্র-তন্ত্রের মূল,
তুমি শাশ্বত চির-নির্ভুল;
তথাপি তোমার সাধনা হইতে
নারী ও শূদ্রে দিয়াছে ফাঁকি!
সত্যরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা
এ ভাবেই ওরা করিবে নাকি?

"সকলের এতে আছে অধিকার",—
নির্ভয়ে আমি করিব প্রচার,
একটী প্রাণীও রাখিব না যার,
জপিতে এ নাম রহিবে বাকী।
করি' চীৎকার সহস্রবার
এ নাম গাহিবে প্রাণের পাখী।।

(৯৮)

একটী মন্ত্রে কোটি হৃদয়েরে
ঝঙ্কারি' তোলা চাই।
প্রণবই ত' তাহা সকল তন্ত্র,
ইহারি ত' মাঝে পাই!!

বিশ্বের কোটি সম্প্রদায়ের
হাজার জাতির হাজার মায়ের
সন্তান যারা যে যে-ভাবে আছে
সবাই তোমার ভাই,
ওঙ্কার মহামধুর মিলনে
কেহ আর পর নাই।।
সকল মতের সকল পথের
ঘুচাইয়া ব্যবধান,
সকল মতের সমতা বিধান
প্রণবের অবদান।
কত আর তার কহিব মহিমা?
আমি বলি' হারি' যাই,
তাই অনুখন দিয়া প্রাণমন
ওঙ্কার-গীতি গাই।।

(৯৯)

জাগ্রত কর পৌরুষ তব,
উদ্যত কর শক্তি
বক্ষে বাঁধিয়া আত্মশ্রদ্ধা,
অন্তরে রাখি' ভক্তি।।

ভুলিয়া স্বার্থ ভাবো পরার্থ
বিনাশ করিতে যত অনর্থ,
প্রদান করিতে লক্ষ মানবে
গৌরবময়ী মুক্তি।।

দাও প্রাণে প্রাণে অপার শান্তি
বিদূরি' আঁখির বিফল ভ্রান্তি,
ফুটাও আননে বিমল কান্তি
বিতরি' সদনুরক্তি,
বিনাশি ক্ষণিক স্বার্থের লোভ
ইন্দ্রিয়-সুখাসক্তি।।

(১০০)

শিখিয়াছি একটাই,
শুধু একটাই, খেলা;
চাহিতে কি না চাহিতে,
খুঁজিতে কি না খুঁজিতে
নিঃশেষে সব-কিছু
সকলেরে দিয়ে ফেলা।।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

স্বর্ণ-সিংহাসনে
খচিত হীরক-কণা—
বিষাক্ত সর্পের
মৃত্যুদায়িনী ফণা;
আমার নিকটে তারা
শুধুই নিরর্থক,
হিরণ্য-পর্ব্বত—
সে শুধু মাটির ঢেলা।।

দুর্ব্বল মন যার,
তারে করি' অধিকার
কাম-কাঞ্চন করে
সব-কিছু ছারখার;
এ সব ভুলিয়া গিয়া
পবিত্র কর হিয়া,—
যাবার সময় হ'ল,
ফুরাইয়া এল বেলা।।

(১০১)

বাঁচিবার শুধু একটী উপায়
আছে;
মরিবার তরে প্রস্তুত যারা
জগতে তারাই বাঁচে।।

তরঙ্গ দেখি' ভয় নাই যার,
সেই ত' সাঁতারি হ'যে যায় পার!
সে হয় বিজয়ী মৃত্যু দেখিয়া
অন্তর যার নাচে,
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজিলেন তারে
যেন বজ্রের ছাঁচে।।

মানুষের মত মরিবি সবাই,
ইহাই ত' আজ দেখিবারে চাই;
প্রাণ বিপন্ন তথাপি অন্য
কাহারো কৃপা না যাচে,
পরমেশ্বর করি' সমাদর
তারে টেনে নেন কাছে।।

(১০২)

মনের কবি প্রাণের ছবি
আঁক্‌তে চায়,
ভাব্‌ছে কিসে সত্যটুকুর
নাগাল পায়।।

কোথায় পাবে সেই পুরাতন
অনন্ত কাল নিত্য-নূতন,
ক্ষুদ্র একটী বিন্দু-মাঝে
সিন্ধু ভ'রে রাখা যায়?
সৃষ্টি-যুগের অনেক আগেই
সব-কিছু সঞ্চিত যায়?

মন-ভ্রমরা গুঞ্জে কূজন,—
"কোথায় মিলে সেই মহাজন,
সব-কিছুরই খবর মিলে
যাঁর চরণের শীতল ছায়?
দগ্ধ জীবন স্নিগ্ধ হবে
চরণ-ধূলির মলয়-বায়।।"

(১০৩)

সবার নিকটে তোমার স্বরূপ
প্রকাশ কর,
সবার সুমুখে তোমার প্রতিমা
খুলিয়া ধর।।

তোমার মহিমা-কিরণ বিথারি'
ফুটাও কমল সারি সারি সারি,
শেফালীর শাখা ধীরে ধীরে নাড়ি'
রূপে সৌরভে চিত্ত হর,
ভুলাইয়া দাও সবারে আজিকে
কে কাহার ছোট, কে কার বড়।।
একাকী একাকী তোমারে পাইলে
সবারে পাবার তৃপ্তি কি মিলে?
তোমার বক্ষে সবাই মিলিব,
সে যে গো অনেক মহত্তর!
গিরি, নদী, মরু সবে একত্র
তোমার চরণে হইব জড়।।

(১০৪)

ধূলামাটি দিয়া গড়া
পঙ্কিল সসাগরা
ধরা কহে,—"শোন্ ওরে
শোন্ কথা শোন্,
পূর্ব্ব ও পশ্চিম,
সসীম ও নিঃসীম,
যত আছ দিক্ আর
যত আছ কোণ,

"দিবস রজনী যায়,
পরমায়ু লয় পায়,
তার ফাঁকে ফাঁকে তোরা
বোন্, বীজ বোন্,
নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে
একেবারে অনায়াসে
নির্ভরশীল মনে
জপমালা গোণ্,
ব্রহ্মনামের বীজে
জয় করি' মনসিজে
জীবন সফল কর্
যত ভাই-বোন্।।"

(১০৫)

দুঃখ-সাগরে গণিতেছে ঢেউ,
আপন বলিতে নাহি কোথা কেউ,
জানিস্ কি তোরা তারা যে আমার
আত্মীয়-পরিজন?
তাদের লাগিয়া দিব এ জীবন,
দিব তনু-মন-ধন।।

ঐ দেখ্ কারা দুর্ব্বলে মারি'
কেবল বাড়ায় বিত্ত,
করে সঞ্চয়, বাড়ে সম্পদ,
ভোগের আরতি-নৃত্য,
গরীবের লাগি' নাহিক করুণা,
টলে না ওদের চিত্ত,
শুধু বিলাসের আলেয়ার পিছে
ঘুরিয়া মরিছে নিত্য;
বন্ধ করিব, যেই ভাবে পারি,
ইহাদের লুণ্ঠন,
দুঃখীর দুঃখ বিদূরণ-তরে
করিব জীবন-পণ।।
যার কেহ নাই, তাহার হইব
পরম আপন জন,
তাহার কুশলে বিশ্রাম-সুখে
দিব রে বিসর্জ্জন,
একমত নিয়া এক পথ দিয়া
চলিব অনুক্ষণ,
সুখ-সোহাগের এ জীবনে মোর
নাহি কোনো প্রয়োজন,
ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় কভু
না হইয়া অচেতন
ব্রত জীবসেবা করিব পালন
নির্ভয়ে আমরণ।।

(১০৬)

জপিতে জপিতে যদি
অজপা ফুরায়ে যায়,
তার মত সুখকর
কি আর আছে ধরায়?
সারাটি জীবন ভরি'
বাসনার সেবা করি'
মন মত্ত-মাতঙ্গেরে
আয়ত্তে রাখা যে দায়।।
তথাপি সবলে তারে
স্ববশ করিতে পারে
সেই জন, যে নিয়ত
শ্বাসে ও প্রশ্বাসে গায়
মধুমাখা হরিনাম,
অন্য দিকে নাহি চায়।।

(১০৭)

জপিতে জপিতে যার
অজপা ফুরায়ে যায়,
সে মিলে তাঁহারি সাথে,
যাঁহারে সবাই চায়।।

যাঁহারে দেখিবে ব'লে
আসিয়াছে ভূমণ্ডলে,
সংসার ছাড়ার কালে
তাঁরেই সে সদা পায়।।

তাঁহারে জানিও ধন্য,
সাধকেষু অগ্রগণ্য,
জপিতে জপিতে নাম
এভাবে যে বাহিরায়,
আনন্দের ধ্বনি সহ
তাহারে দিও বিদায়।।

(১০৮)

কিছুই রহে না চিরকাল।
অমর হইতে চাহ? মিথ্যা সে উৎসাহ।
হিসাবে বৃথা গোলমাল।।

একটীই সত্য
অবিরাম নিত্য,
তাঁর নাম প্রিয়তম
পরম রসাল
গুণাতীত গুণময়
চিন্ময় বাঙ্ময়
তিনি জ্যোতিরীশ্বর
পরম দয়াল।।

এই প্রার্থনা করি,
নাম যেন না পাসরি।
নামে যেন লেগে থাকি
অনন্ত-কাল।
কি করিতে পারে মোর
মৃত্যু ভয়াল?

(১০৯)

অতীত আমার বর্থ্যতা-ভরা
তবু জোরে কাজ করি,
সুদূর যুগের দিকে তাকাইয়া
ব্যর্থতা বিস্মরি।।

নাহি লোকলাজ, নাহি কোনো ভয়,
একটি প্রাণীও মোর পর নয়,
সবার মাঝারে সমন্বয়ের
সূত্র কেমনে গড়ি,
ধ্যান শুধু এই, কোনো কিছুতেই
একটুকু নাহি ডরি।।

এতদিন কত করিলাম শ্রম
ক্লান্তিবিহীন, দারুণ, বেদম,
এখনো আমার চলিতেছে যেন
শৈশব হাতে-খড়ি।
জানি না কবে যে কর্ম্ম আমার
কুশলে উঠিবে ভরি'।।

(১১০)

হাজার জনের হাজার কথায়
মন হ'লে চঞ্চল,
কেমন ক'রে চল্‌বি রে তুই,—
লক্ষ্য-পথেই চল্।।

মনটী রেখে আসল কাজে
নির্ভয়ে চল্ জগৎ-মাঝে,
উৎসাহ আর উদ্দীপনায়
থাক্ রে সমুজ্জল,
বিঘ্ন-বিপদ দেখেও কভু
হ'সনা রে বিহ্বল।
ধরেছিস্ কাজ, শেষ করা চাই,
তার আগে আর কোনো কথা নাই;
হইয়া সফল লভিবি সুফল
আত্মপ্রসাদ সুনির্ম্মল॥

(১১১)

সেই ত' দেবতা, যার
জীবনের সাধনা
তিলে তিলে পলে পলে
সৃজে উন্মাদনা।
কর্ম্মের, ধর্ম্মের,
হৃদি মন-মর্ম্মের
দুঃখী-জনার দুখে
সদা-সমবেদনা॥

দুয়ারে মৃত্যু আসি'
হাসিলে অট্টহাসি,
নাই যার ভ্রূক্ষেপ,
নাহি ভয়-ভাবনা,
ব্যথিতের ব্যাথা দূর
যার চির-কামনা॥
সে দেবতা আসি' আজ
সম্মুখে দাঁড়ায়ে
ছোট নীচ সকলেরে
দিক্ হাত বাড়ায়ে,
সবারে টানিয়া কাছে
ক'রে নিক্ আপনা;—
সেই দেবতার আমি
করিব আরাধনা॥

(১১২)

সকল জড়তা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
নব-উৎসাহে মাত রে প্রাণ,
কাটাব না দিন হাসিয়া খেলিয়া,
জীবহিত-তরে করিব দান॥

করিব না আর জীবন যাপন
স্বার্থের দাস পশুর মতন,
পরার্থে করি' সব-কিছু বিলি,
মানুষ নামের বাড়াব মান।।
নব-বরষের নূতন প্রভাতে
নূতন জনম করিয়া লাভ
বরণ করিব নূতন কর্ম্ম,
নূতন চেষ্টা, নূতন ভাব;
মিথ্যা যেন না হয় আমাদের
আত্মদানের আহ্বান।।

(১১৩)

দিকে দিকে বাজে শঙ্খ-ঘন্টা,
দিকে দিকে ফোটে আলোরেখা,—
স্বার্থ-সেবক আমার মনটা
পড়িয়া কি হেথা রবে একা?
আমি কি বাহিরে যাব না ছুটিয়া?
বিশ্বনাথের চরণে লুটিয়া
সিঞ্চিয়া নিজ হৃদয়-রক্ত
দেখিব না কিসে যাবে শেখা
একের মাঝারে সবারে পাইয়া
সবার মাঝারে তাঁকে দেখা?

মুছিয়া সকল অতীতের গ্লানি
মুছিয়া ভীষণ ভবিষ্যৎ
জাগিয়ে তুলুক পুণ্য জীবন
মহান্ হ'তেও মহামহৎ;
সত্য জীবন নিত্য জীবন
জাগিয়ে তুলুক আমরণ পণ,
ঘুচাইয়া দিয়া পৌরুষ-বলে
চির-অজ্ঞাত যত লেখা।
ললাটে কাহার কি আছে তাহাতে
দৃষ্টি দেবার কোন্ ঠেকা?

(১১৪)

ঘুম-ভাঙানোর গান গেয়ে গেল
কত কত মহাজন,
আমরাই শুধু সুখ-শয্যায়
পড়ে আছি অচেতন।।
লজ্জাও নাই, ঘৃণাও ত' নাই;
যার কাছে যাই, ধিক্কার পাই;
তথাপি মোদের জাগে না চেতনা,
এমনি রে অভাজন!
কেন রে বিধাতা করিল সৃষ্টি
আমাদেরে অকারণ?

মিথ্যার সাথে মিতালি করিয়া
অকাল-মৃত্যু নিয়াছি বরিয়া,
বুঝিতে পারি না কিসে কল্যাণ,
কোথায় সঞ্জীবন!
কেন রে বুঝি না, হরিতেছে আয়ু
সুখলোভাতুর মন?

(১১৫)

স্বার্থ যখন ত্যাগের মূর্ত্তি ধরে,
রাবণ যখন গেরুয়া বসন পরে,
থাকিতে অন্ন দেশ জোড়া থরে থরে
কোটি নরনারী অনশনে ভুগি' মরে।।

মানুষ যখন ভুলিয়া সকল ভাণ
অকপটে হয় নিজ পথে আগুয়ান্,
বেঁচে ওঠে কোটি মরণোন্মুখ প্রাণ
আনন্দ-রাশি উথলে প্রতিটি ঘরে।।

কলঙ্কময় জীবনে টানিয়া দাঁড়ি
এস আজ মোরা স্বার্থবুদ্ধি ছাড়ি,
রুধিব বন্যা, রুধিব-রে মহামারী,
রক্ষা করিব ক্ষয়িষ্ণু চরাচরে।
দৈত্য-দানবে দিব না চরিতে আর
কাঁপায়ে মেদিনী দর্পিত-পদ-ভরে।।

(১১৬)

দীন-দুঃখীর দুঃখ ঘুচাব
এত কেন অহমিকা?
তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠা রয়েছে,
তাই আছে অনামিকা।।

দুঃখ কখনো যাবে না, যাবে না,
ষোল আনা সুখ কভু আসিবে না;
দুঃখের জয়-কৌশল শুধু
জনে জনে ডেকে শিখা।
কেন রে দুঃখ রবে চিরকাল
নিদারুণ বিভীষিকা?

আত্মদানের মহৎ মন্ত্রে
দীক্ষিত করি' হৃদয়-যন্ত্রে
ললাটে ললাটে দে রে পরাইয়া
আহুতির জয়-টীকা,
সবারে দুঃখ-বিজয়ী করিতে
নিঃশেষে নিজে বিকা॥

(১১৭)

অহঙ্কারের তুঙ্গ সীমায়
অত্যাচারীর মন
করেছিল আরোহণ,
ভেবেছিল বুঝি চিরকাল-তরে
সবারে করে নিধন॥
কেহ মরিল না, কেহ হারাল না
চির-সহিষ্ণু প্রাণ,
সগর-বংশ নূতন করিয়া
লভিল দিব্য প্রাণ,
নূতন করিয়া করি' সমীক্ষা
লভিয়া নূতন মন্ত্র-দীক্ষা,
সেবার সরণী বাহিয়া সবাই
চাহে নব-জাগরণ।
স্বার্থেরে নহে, পরার্থে আজ
করিবে সবে বরণ॥

নিজেরে করিয়া চির-বলিদান
বিশ্বেরে যারা করিতেছে ত্রাণ,
ছুটিল তাদের প্রেমের বন্যা
সুশীতল অফুরণ;
আর রহিবে না কেহ কারো পর,—
সবাই আপন জন॥

(১১৮)

আমায় যেন বশ করে না
মিথ্যা প্রবঞ্চনা,
আমায় যেন ছোঁয় না কোনো পাপ,
চাই না আমি সইতে কভু
বিবেকের গঞ্জনা,
চাই না আমি লক্ষ লোকের
ক্ষুব্ধ অভিশাপ॥
আমরা করি স্বার্থ-সেবা
তাই ত' লক্ষ লোক
অন্নভাবে অকালে হায়
পাচ্ছে পুত্রশোক,
মোদের পাপে বিশ্বজোড়া
চল্‌ছে মনস্তাপ ,
অধঃপাতের তলায় যেতে
নাইক অধিক ধাপ॥

এবার মোরা করব রে পণ—
আগের মত আর
স্বার্থসেবায় পুণ্যরাশি
করব্ না ছারখার;
নূতন ভাবে গড়্ব জীবন,
ঘুচবে মনের চাপ;
বিবেক থাকুক নিষ্কলঙ্ক,
চাই না পাপের ছাপ।।

(১১৯)

ওরা ভেবেছিল ঝ'রে যাব আমি
একটু-খানিক ঝড়ে,
ওরা জেনেছিল ম'রে যাব আমি
একটু-খানিক পরে।।
মরণ তো মোর হ'ল না রে হায়,
যত মরি, আয়ু তত বেড়ে যায়,
হোক্ না আমার দেহের যষ্টি
একেবারে নড়বড়ে;
অমৃতের খনি লুকান রয়েছে
আমার জীর্ণ ঘরে।।

ওরা ভেবেছিল চূর্ণিত করি'
আমার অস্থিচয়
কোটি জনমের ব্যাপ্তি লইয়া
ধরাইয়া দিবে ভয়।
আমার আমিরে এক ফুৎকারে
শূন্যে উড়ায়ে দিয়ে
গেণ্ডুয়া ওরা খেলিবে আমার
আহত মুণ্ড নিয়ে;
আমি বলিলাম,—"আমি মরি নাই,
যত মারো আমি তত বেঁচে যাই,
অমৃতের আমি পেয়েছি ফোয়ারা
মরণের গহ্বরে।।"

(১২০)

তোমারে লইয়া মোর
ছোট সংসার,
তথাপি কি নিদারুণ
যন্ত্রণা তার।।
দূরে গেলে কাঁদি-কাটি,
আঁখি-জলে ভিজে মাটি,
নিমেষে আড়াল হ'লে
গগন আঁধার।।

আবার আসিলে কাছে,—
লুকাবার কিবা আছে?
মান-অভিমান করে
প্রেম ছারখার!
চাহি গো হাসিতে, তবু
কাঁদি অনিবার।।

(১২১)

অমর হইয়া কোনো
লাভ নাই, লাভ নাই,
যে ক'দিন আছ শুধু
নাম-গান গাও ভাই।।

কে কিভাবে কার সাথে
কতকাল কোথা ছিল,
কে কাহার হাতে নাতে
তার পরিচয় দিল?
পথিকে পথিকে যথা
আলাপন যথা তথা,
নিমেষের ব্যবধানে
কারে আর কাছে পাই?

অনাদি অতীত ধরি'
চলিয়াছে এই খেলা,
কে যে কার আপনার!
শুধু মানুষের মেলা!!
একটী নাটের গুরু
যাঁরে দিয়া খেলা শুরু,
তাঁহারে সবার মাঝে
দেখা চাই, জানা চাই।।

(১২২)

কেবল বিঘ্ন, কেবল বাধা,
এই দিয়ে মোর স্বরদ-সাধা,
আমার বীণায় নাইকো অন্য গান;
উচ্ছ্বাসে উতাল হৃদয়ে
প্রাণ-যমুনা যায় যে ব'য়ে,
ততই শীতল যতই সে উজান।।
একটী মাত্র লক্ষ্য যে তার,
ঘুচ্‌বে প্রাণের অসহ্য ভার
পারলে দিতে জীবনটুকু দান;
সেই মুরলীর মূর্চ্ছনাতে
ব্যাপ্ত করে দিবস-রাতে
আত্মদানের শাশ্বত আহ্বান।।

সবাইকে আজ ডাকব কাছে,
যেইখানে যেই মানুষ আছে,
চাই, শুনাতে আমার প্রাণের গান,—
বিশ্বজোড়া জীব সমুদয়
কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়,
সবার প্রতি আমার সমান টান।।

(১২৩)

একবার যদি শুনে থাক মোর বাণী
অক্ষয় হ'য়ে লাগিয়া থাকিবে প্রাণে,
"বিলাইয়া দিব আমার জীবন-খানি
অনাথ পতিত সবার সেবার পানে।"

নাচ-গান আমি শিখি নাই কোন কালে,
উচ্ছ্বাস লেখা নাইক আমার ভালে,
আমি শুধু বুঝি বীর্য্যবানের বল
আত্মদানের উদাত্ত আহ্বানে;
দান কর শুধু, দান কর প্রাণ ভ'রে
সবার মাঝারে দেখিয়া শ্রীভগবানে।।

চাহিবার আর পাইবার প্রয়োজন
নাহিক আমার, দিতে চাহি ভালবাসা,
অকপট প্রেমে জিনিব সবার মন
প্রাণভরা মোর শুধু এইটুকু আশা,
মুখরিত আমি করিব ভুবনখানি
অনন্ত কোটি মানুষের জয়গানে।।

(১২৪)

হাজার কথাই কহিয়াছি, যদি
একটী কথাও লাগে,
একটী কথার বিজলী-চমকে
ঘুমন্ত যদি জাগে,
জড়তা-পীড়িত মূর্চ্ছিত জাতি
চলিবেই আগে আগে।।
ঘুম চিরকাল থাকে না কাহারো,
ভাঙিবেই এক দিন,
ঘুম-ভাঙাবার মন্ত্র আমার
হইবে না কভু ক্ষীণ,
জাগাব, উঠাব, কর্ম্মে লাগাব
সীমাহীন অনুরাগে।।

বাসনা কামনা ছলনা সবলে
করিয়া চরণাহত
নিঃশেষ মোরা করিব সমূলে
লোভ ও লালসা যত,
ছিন্নমুণ্ড করিব যতেক
সহস্রফণা নাগে।।

(১২৫)

ভালবাস যত পার,
শুধু ভালবাসো।
যত আছে কপটতা,
যত আছে মলিনতা,
সবলে সমূলে তারে নাশো।।
সাদরে ডাকিয়া আনি'
দূরেরে নিকট কর,
না করিয়া অবহেলা
দীন জনে বুকে ধর,
অবিরাম স্নেহ দিয়া
অভিমান ঘুচাইয়া
তার সাথে কাঁদো আর
তার সাথে হাসো।।

যে সুধা করিয়া পান
গাহিতে শিখেছ গান,
সেই সুধা-বন্যায়
অকপটে ভাসো,
সবারে ভাসাও আর
শুধু ভালবাসো।।

(১২৬)

নূতন ভাবনা, নূতন বেদনা,
নূতন চেতনা দিয়া
মন্থন আমি করিব আজিকে
তোদের সবার হিয়া।।

বাসুকি হইবে শ্বাস-প্রশ্বাস,
মন্দর হবে দৃঢ় বিশ্বাস;
হলাহল যদি ওঠে রে, আমি যে
গণ্ডূষে নিব পিয়া!
কেহই নিরাশ হবে না এবার
অমিয় আকাঙ্ক্ষিয়া।।

দলে আর মতে যত ভেদ আছে;
ঘেঁষিতে কিছুই পারিবে না কাছে;
দিকে দিকে কোটি মিলন-কুঞ্জ
রাখিব রে বিরচিয়া।।

(১২৭)

সারাদিন হাটে, সারাদিন খাটে,
শুধু ধূলিমাখা গায়,—
একটু হাটে না, একটু খাটে না,
তবু রাজ-সজ্জায়।।

এই ব্যবধান কেন হ'ল হরি
বুঝাইয়া মোরে দাও ভাল করি,'
মাথার ঘর্ম্ম পায়ে ফেলিয়াও
প্রাপ্য কেন না পায়?
কেন তারা সবে অতি অসহায়
বাঁচে পর-করুণায়?

নিজ বাহুবলে কেন না তাহারা
উন্নত করি' শির
দিকে দিকে সবে মত্ত আহবে
জমাবে বিষম ভিড়?
প্রতি পদপাতে কেন দিবারাতে
অশেষ লাঞ্ছনায়
তাদের মনের কুসুম-বাটিকা
শুষ্ক হইয়া যায়?

(১২৮)

দিকে দিকে শুনি
একটি কথারি প্রতিধ্বনি,
আকাশে বাতাসে একটী কথাই
উঠিছে রণি'—
"সে আছে, সে আছে,
নিশ্চয় আছে,
মরমে সে মোর প্রেমের খনি"।।
হরিওঁ গাহি তাহারেই চাহি,
অন্য কামনা মোর কিছু নাহি;
তারে যদি পাই, কাহারে ডরাই?
ধ্বংসে জীবন ধন্য মানি।।

ক্ষুদ্র দেবতা চাহিনা পুজিতে,
লভেছি অমৃত খুঁজিতে খুঁজিতে;
বিঘ্ন-বিপদ-সঙ্কটে মোর
কি করিবে রাহু, কেতু ও শনি?

(১২৯)

কেহ নাকি দেখে নাই
তোমারে,
তাই ত' অবিশ্বাস
করে বারে বারে।।
তুমি নামে কেহ নাকি
ছিল না কখনো কোথা,
যুক্তির অপঘাতে
অনুভূতি হ'ল ভোঁতা,
ঈশ্বর নাকি আছে
যত মূর্খের কাছে
মানুষের মনগড়া
শাস্ত্রানুসারে।।

আমি জানি, নহ তুমি
কল্পনা জল্পনা,
নহ তুমি সলিলের
স্বল্পায়ু আল্‌পনা;
আসিয়াছ আশা ক'রে
মানুষের ঘরে ঘরে
জ্বালাইতে প্রেমালোক
অন্ধকারে।।

(১৩০)

দেখেছি তোমারে সুনিশ্চয়।
তাই ত' চিত্তে নাহিক চিন্তা,
তাই অন্তরে নাহিক ভয়।।
দুঃখ দৈন্য করি' অবহেলা
তাই সমুদ্রে ভাসাইনু ভেলা,
হাজার বিঘ্ন-সঙ্কুল রণে
শত শত্রুরে করেছি জয়।।
এ সকলি শুধু তোমারি মহিমা,
তোমার দয়ার নাহি পরিসীমা;
আমি নিমিত্ত, তুমিই কর্ত্তা,
গৌরব মোর প্রাপ্য নয়।।

(১৩১)

তুমি আছ এই কথা
বুঝাবার তরে
শাস্ত্রের প্রয়োজন
নাহি থরে থরে।।
আপনি পাতিয়া কাণ
শুনিবে তোমার গান
সহজ সরল জন
মনের ভিতরে।

যুক্তির বন্যায়
কিবা দরকার?
দর্শন-শাস্ত্র
হোক ছারখার!

স্বভাবের নিজগুণে
আবাহন তব শুনে
তোমারে প্রচারে করি
প্রতি ঘরে ঘরে।
স্বার্থের লোভে নহে
শুধু প্রেম-ভরে।।

(১৩২)

তোমারে দেখেছি আমি গভীর নিশীথে,
তোমারে দেখেছি আমি খর দিবালোকে,
হাজার লোকের মাঝে, মোর চারিভিতে,
দেখেছি তোমারে আমি মোর নিজ চোখে।।
লোকের কথায় আমি করি নাই বিশ্বাস;
তুমি আছ, বলিয়াছে নিশ্বাস-প্রশ্বাস,
তোমাতে দেখেছি আমি আকাশ ও মহাকাশ,
দেখেছি তোমারে মোর পশ্চাতে সম্মুখে।।
আমি দেখিলাম, তাতে খুশী নহে মোর প্রাণ,
তব দরশন তুমি সবারে করহ দান;—
তুমি যে দয়াল তাতে হইবে সপ্রমাণ,
ধরা পরিণত হবে তোমার অমৃতলোকে।।

(১৩৩)

দেখাদেখি, লেখালেখি,
মাখামাখি সব ভুল,
তোমার প্রেমের কাছে
কিছু নহে সমতুল।।

তোমার নামের নেশা জাগিলে প্রাণে
ভরিয়া সে যায় যে গো খুশীর বানে,
ডুবে যায় চরাচর অতীত ভবিষ্যৎ,
নাহি থাকে সীমা, নাহি থাকে পার-কূল।।

এককণা প্রেম দিয়া ডুবাও জগৎখানি,
আমারে ডুবাও তাতে মহাবলে টানি' আনি',
কোটি জীবনের আশা, কোটি ভাব-ভালবাসা,
তোমাতে সমাধি দাও ধরিয়া সমূল।।

(১৩৪)

সবাই শোনে একজনেরই গান,
একটী গানের একটী আখর,
হাজার রকম তান।।
এককে নিয়াই হাজার খেলা;
লক্ষকোটি ভাষার মেলা;
একের মাঝেই পায় যে সবাই
শাশ্বত সন্ধান;
একের মাঝেই লুকিয়ে আছে
লক্ষ জনের প্রাণ।।

সেই একেরে শক্ত ক'রে
ধর্ রে বন্ধু ধর্,
তার তরেই বাঁচ্ রে বন্ধু,
তার তরেই মর্,
সবার বাঁচার প্রয়োজনে
জীবন কর্ রে দান।।

(১৩৫)

নিজ প্রতিভার আগে
নিবি পরিচয়,
তবে ত' করিবি তোরা
বিশ্বেরে জয়!
তোদের পরম লাভে
সকলের লাভ,
তবে ত' বিশ্ব-সাথে
জমিবে রে ভাব!
একে অন্যের লাগি'
বিপদে রহিবে জাগি',
তবে ত' জগৎ হ'তে
দূর হবে ভয়!

কেবল ধমক দিয়া,
করি' চালাকি,
সত্যই উন্নতি
হবে রে নাকি?
এই যদি বুঝেছিস্,
বুঝার বাকি
রহিয়াছে অনেক বিষয়!
কেবল স্বার্থ-সেবা
ঠিক পথ নয়।

(১৩৬)

সবার নয়ন, সবার শ্রবণ
বিশ্বের পানে টানো,
সবার মনের গঠনটুকুরে
সত্যের পথে আনো।।
বলিতে বলিতে ক্লান্ত হ'য়ো না,
যত ভাবে পারো কর আনাগোনা,
সরবে নীরবে শুনাও কেবল,
সত্য প্রেরণা দানো।।

সফলতা তব হইবে প্রচুর,
কাজ করিতেছ পরমপ্রভুর;
বিশ্বাস রাখ বলবান্ তুমি!
নিজেরে সেবক মানো।।

(১৩৭)

বিশ্বেরে যদি আপন করিতে হয়
ছাড়িতে হইবে ভয়;
বিশ্বমনের মালিন্য-রাশি
করিতে হইবে লয়।

ধনে দরিদ্র, মনে দরিদ্র,
দরিদ্র আচরণে
অক্ষম যারা মহৎ-কার্য্যে
স্বার্থ বিসর্জ্জনে,
তাদের কখনো ঘটেনা অভ্যুদয়।।

দূর ক'রে দে রে আলস্য আর
অপধারণার রাশি,
নূতন জীবন করি' আবাহন
যমুনায় বাজে বাঁশী;
ভেঙ্গে দে রে আজ বাসনার বাসা
ভুলিয়া তুচ্ছ ভোগের লালসা,
ছোট-বড় সবে হইয়া মিলিত
ঘটাক সমন্বয়।।
দুঃখ, দৈন্য, ব্যাথা ও বেদনা
তবেই করিব জয়।।

(১৩৮)

স্বভাবের পথে ঘটুক বিকাশ,
স্বভাবের পথে বিপ্লব,
স্বভাবের পথে সবল স্বাস্থ্য,
স্বভাবের পথে বৈভব।।
স্বভাবের পথে অমৃত পুত্র
বিশ্ব জুড়িয়া গাঁথিবে-সূত্র,
সবারে বিলাবে প্রাণের পরশ
যাহে নাহি কণা কৈতব।।

পাইয়া আপন বিশ্ববাসীরে
ফুটিবে আননে বিমল হাসি রে,
অন্তরে শুধু জাগিবে নিয়ত
নিত্য নূতন অনুভব।।

(১৩৯)

জীবনে মরণে চলিছে দ্বন্দ্ব
অনন্ত যুগ ধরি',
নিঃশ্বাসে আমি বেঁচে উঠি আর
প্রশ্বাসে আমি মরি।।

জীবন মৃত্যু চলিছে নিয়ত
কোনো তোয়াক্কা নাই,
ভাঙন-নদীর কিনারায় ব'সে
কোথা আশ্রয় পাই?
তারি মাঝে আছে ক্ষুদ্র একটী
জীর্ণ ভগ্ন তরি,
তারি কোণে ব'সে দাঁড় টানি ক'ষে
ভব-ভয় পরিহরি'।।

ডুবিবে নৌকা, একথা ত' জানা,
ভবিষ্য কোনো মানিবে না মানা,
তবু কৌশলে আমি তলে তলে
অমৃত-কুম্ভ-ভরি
করি' অবিরাম শুধু হরিনাম
ছায়া কায়া বিস্মরি'।।

(১৪০)

ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, পরমা সিদ্ধি
তোমার চরণ-তলে
মণি-মরকত-মালিকার মত
দিবস-রজনী জ্বলে।।
তাই দেখি' আমি হইয়া লুব্ধ
গাহি নি তোমার গান,
অনেক আগেই তোমারে যে আমি
সঁপিয়া দিয়াছি প্রাণ;
তোমারে জানিয়া প্রাণ-প্রিয়তর
জীবন আমার আবেগ-বিভোর,
তোমারি চরণে অর্পিয়া দিছি
জীবনের শতদলে।।

কিছুই চাহি না বিনিময়ে আমি,
নাহি চাহি যশোমান,
নাহি চাহি মোর ব্যক্তি-জীবনে
সমাদর উত্থান।
ধন বা ধান্য লোকের মান্য
সব যাব পায়ে দ'লে।
আমারে দয়াল সার্থক কর-
তোমার করুণা বলে।।

(১৪১)

স্বদেশ বিদেশ দুই ভাই মোর,
উভয়েরে ভালবাসি।
উভয়ে দিয়াছি প্রাণের পরশ,
উভয়ের সাথে হাসি।।
স্বজাতি বিজাতি দুই বোন্ মোর,
উভয়ে সমান প্রীতি,
দুজনের তরে মোর আঁখি ঝরে,
মমতা আমার নীতি;
ভালবাসিবার আছে অধিকার
তাই সবে ভালবাসি।
ভালবাসা দিয়া বুকে জড়াইয়া
ঈর্ষা-বিবাদ নাশি।

স্বধর্ম্ম আর পরের ধর্ম্ম
আমার দুইটী গুরু,
দুই আঁখি যেথা এক সাথে দেখে
সেখানে আমার গুরু!
স্বধর্ম্মী আর ভিন্নধর্ম্মী
সবারে শুনাব বাঁশী,
মানবজীবন-কুসুম কাহারো
হইতে দিব না বাসী॥

(১৪২)

ললাটে পরিয়া দুঃসাহসের
জয়-টীকা,
ছিঁড়ে দাও ঘন অন্ধকারের
যবনিকা॥
যত ডর-ভয় করি' পদাহত
নূতন সৃজনে হও রে নিরত,
আত্মবিসর্জ্জন-হোমানলে
জ্বলিয়া উঠুক শতশিখা॥
কে বলে, তোমরা ক্ষুদ্র ও ছোটো,
আদর্শ-তরে সব আসি' জোটো,
কেন ভাবিতেছ তোমরা অধম
অনাচরণীয় পিপীলিকা?

(১৪৩)

চক্ষু আমার হইল অন্ধ,
মনের দুয়ার হয় নি বন্ধ,
এটীই আমার পরমানন্দ
সবারে বাসিব ভালো,
ভালবাসিবার অধিকারটুকু
আমার চখের আলো॥
মন দিয়া ভালবাসিব সবারে,
প্রাণের পরশ দিব বারে বারে,
চখে এ-জগৎ নাই বা দেখিনু
কি তাহাতে এলো গেল?
মরমের মাঝে সব ঠিক আছে,
হয় নি ত' এলোমেলো!!
কেহই যাহারে ভালবাসিল না
তাহারে সঁপিব মোর প্রাণখানা,
একটী নিমেষে ঘুচাইয়া দিব
মনের সকল কালো;
যে যেখানে আছ মানুষ-রতন
প্রাণের প্রদীপ জ্বালো॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৪৪)

আশায় বাঁধ রে বুক
ভুলিয়া দুঃখ-শোক,
বিশ্বজনের সেবায় জীবন-
দানে হও উন্মুখ।।

তুচ্ছ করিয়া বিঘ্ন ও বাধা
তুচ্ছ করিয়া ভয়
আত্মদানের মহিমায় কর
বিরুদ্ধতারে জয়,
বিরচিতে হবে সকলের তরে
জীবনে নূতন যুগ।।

ধন্য করিয়া বসুন্ধরার
পুণ্য সুষমা রাশি
দিকে দিকে আজ ফুটাইতে হবে
উচ্ছল মধু-হাসি,
পরার্থে কর প্রেরণা প্রদান
আত্মসেবায় পরাঙ্মুখ।।

(১৪৫)

কপালে কি আছে লিখা,
তাই ভেবে তুই নিবাইয়া দিবি
হোমের অগ্নিশিখা?

না এমন কাজ করিস না ভাই,
হেন মূর্খতা আর কিছু নাই;
দৈবের 'পরে নির্ভর করে
শুধুই গড্ডলিকা।।
আত্মদানের পূর্ণতা দিয়া
ঐরাবতেরে দিব হারাইয়া,
নিজ বাহুবলে বিশ্ব জিনিব,
ইহা নহে অহমিকা।।

(১৪৬)

একটী প্রাণেও যদি
বিতরিতে পারি আশা,
সফল মানিব মোর
শেখা মানুষের ভাষা।।

মানুষে দলিব বলি',
শিখিনি গাহিতে গান,
মানুষে দেবতা খুঁজি'
ছুটিছে আমার প্রাণ;
মানুষে হৃদয় দিয়া
তাহারে হৃদয়ে নিয়া
সফল করিব আমি
দেবতার ভালবাসা।।

ভালবাসা জগতে
সকল শাস্ত্র-সার,
তরী হ'য়ে তীরে তীরে
করে সবে পারাপার,
বিচার নাহিক ইহা
সাকার কি নিরাকার,
তিমির নাশিয়া দূর
ক'রে দেয় কুয়াশা
কোটি জনমের তরে
মিটাইয়া পিয়াসা।।

(১৪৭)

সহজ সরল সাবলীল বেগে
এখনি কাজের রাস্তা ধর,
বসিয়া না থাকি' এখনি তোমার
সাধন-সমরে প্রবেশ কর।।
জানিয়া জীবনে জল-বুদ্বুদ
কর্ম্ম-মাণিকে কব্জা কর,
আত্মাহুতির পৌরুষ দিয়া
নিজ বাহু-বলে ভাগ্য গড়।।
দুনিয়ার যত মিথ্যারে আনি'
চরণের তলে চূর্ণ কর,
সত্য, সততা, সরলতা আর
পূর্ণতা দিয়া জীবন ভর।।

(১৪৮)

পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
বিজলী খসিয়া পড়ে
তমসাবৃত সীমাহীন অম্বরে,
দেবতারা বুঝি বিরহের গীতি
গাহিছে সমস্বরে।।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

এ মাহ ভাদরে আমার কিন্তু
কোনো বিরহই নাই,
আমার দয়িত আমার সহিত
রহিয়াছে সব ঠাঁই;
যখনি তাকাই দেখিবারে পাই
সে যে রে আমার ঘরে,
করুণা তাহার জ্যোছনার ধার
ক্ষরিতেছে থরে থরে।।

নীরবে নিরালা তার সাথে মেলা
সান্ত্বনা জীবনের,
কখনও সরি' নাহি দূরে পড়ি
মম জীবন-ধনের;
কত কথা বলি উছলি' পিছলি'
কখনো সাড়ম্বরে,
কখনো মরমে মম প্রিয়তমে
নেহারি নয়ন ভ'রে।।

(১৪৯)

প্রাণের পরশ যে পেয়েছে
হৃদয়টী তার সোনার খনি,
পাথর, কাঁকর, কয়লা, ঝামা
সকলি নীলকান্তমণি।।

বড়-ছোটর নাইক বিচার
নাইক জন্মভেদের দোষ,
সবাইকে সে বাসে ভাল
কারো প্রতি নাইক রোষ;
সবার তরে সমান আদর,
হোক্ না গরীব, হোক্ না ধনী।।

সম্প্রদায়ের গণ্ডী ভুলি'
চিত্র আঁকে তাহার তুলি
অন্ত্যজেরে বক্ষে তোলে
জন্ম-জীবন ধন্য গণি'।।

(১৫০)

কামনা-রহিত হ'য়ে
কর পূজা তাঁর
তাঁরি হাতে ছেড়ে দাও
নিখিল সংসার।।

তাঁহারি করুণা-গুণে
তাঁহারি মহিমা শুনে
তাঁহারি প্রেমেতে কর
হৃদয় উজাড়।
তুলে দাও মন থেকে
"আমি" ও "আমার"।।

ছলনার পিছে পিছে
আর ছুটিওনা মিছে;
যেখানে সে নাই, তার
ধারিও না ধার।
হৃদয়ে ধেয়ান কর
তাঁরে অনিবার।।

(১৫১)

আলোক আঁধারে তিনি
সদা-সহচর
ভয়হীন মনে কর,
তাঁহাতে নির্ভর।।

ভালবাস কি না বাস
সে বিচার নাই,
বিপদে যে পড়ে, তারই
মিলে সেখা ঠাঁই;
সবাই আপন তাঁর,
কেহ নাহি পর।।

দয়াময় নাম তাঁর
কভু মিছা নয়,
ধৈরয ধরিলে কারো
নাহি পরাজয়;
তিনিই প্রকৃত সখা
চির-অনশ্বর।।

(১৫২)

দুর্গতির পথে যারা
গেছ বহুদূর,
ফিরিবার সম্ভাবনা
তাদেরও প্রচুর।।

বিশ্বাস হারায়ো না রে,
চেষ্টা কর বারে বারে,
বিশ্বাসের বলে কর
বক্ষ ভরপূর।।

পুনরায় কর চেষ্টা
পৌরুষ প্রয়োগে
নিজেরে করিতে যুক্ত
সিদ্ধ মহাযোগে,
নিশ্চল থেকো না হ'য়ে
মিথ্যা ভয়াতুর।।

(১৫৩)

বাপ-মা যদি দেয় রে বাধা
পুত্রকন্যাগণে
কেমন ক'রে বাড়বে তারা
সুস্থ দেহে মনে?

কেন্দ্র যাহার নাই রে সঠিক
তেমন গ্রহে সহস্র ধিক্!
বৃথাই ঘুরে মরে সে যে
গগন-পর্য্যটনে,
ভস্ম হ'য়ে নিঃশেষিত
হয় সে ক্ষণে ক্ষণে।।

বাপ্-মায়েরা ভুল ক'রো না,
পুত্র-কন্যা-হিতে
অন্তরেতে ত্যাগের বহ্নি
জ্বালাও হৃষ্ট চিতে,
যোগ্য ভাবে তাদের গড়
তোমরা প্রতিজনে।।

পুত্রকন্যা নয়কো বোঝা
ওরাই ত' ঈশ্বর,
দুদিন খেলা করবে ব'লে
হ'ল বিনশ্বর,
হও রে রত অবিরত
ঈশ্বরারাধনে,—
ওদের ভিতর ইষ্ট আছেন
সূক্ষ্ম আবরণে,
ওদের ভিতর ইষ্ট আছেন
তোমার প্রয়োজনে,
আমার প্রয়োজনে,
সবার প্রয়োজনে।।

(১৫৪)

আত্মদানের মণিমালা গাঁথি'
কারে দিব উপহার?
বল্ না রে ভাই,
বল্ না রে একবার!
কাহারে মানিব ত্রিভুবন-মাঝে
আমার সারাৎসার?

সে কি রে আমার স্বদেশ, স্বজাতি,
স্বধর্ম্মটুকু শুধু?
তারাই সেবিবে মম জীবনেব
সবটুকু মহামধু?
অপর কাহারো ইহার উপরে
থাকিবে না অধিকার?
বল ওরে একবার!!
অচেনা, সুচেনা, জানা ও অজানা
সকলের হ'য়ে দাস
আত্মদানের শোণিত-বন্যা
ঘুচাক তাদের ত্রাস,
পাপ-তাপ-ভরা ধরণীর যত
হরিব বিষম ভার,
আত্মীয়, পর, অবর সবার
দূরিব অন্ধকার।।

(১৫৫)

বিশ্বভুবন আপন করিতে চাই।
তাইত' আমার অতিথি শালায়
জাতের বিচার নাই।।

সবাই এখানে বিশ্রাম নিবে,
সবাই এখানে শান্তি লভিবে,
সবাই সবারে জানিবে আপন
সহোদর বোন্-ভাই।।

গগনের তলে বাঁধিয়াছি ঘর,
তাই ত' আমার কেহ নাহি পর,
সবার লাগিয়া' মাথা গুঁজিবার
আছে রে এখানে ঠাঁই,
বিশ্বের কোটি মানুষেই আমি
মোর প্রিয়তমে পাই।।

(১৫৬)

অন্ধ-তামস বেড়িয়া ধরিল চক্ষু,
নিঃস্তব্ধতা চাপিয়া ধরিল কর্ণ,
কত রূপ-রেখা কত সঙ্গীত-মাধুরী
বুঝিতে পারি না কাহারো একটী বর্ণ।।

বুঝিতে পারি না, কে মোরে ডাকিছে কাছে,
কে মোরে ঠেলিয়া ফেলিছে সবার পাছে,
বিচার করিতে পারি না কোন্‌টা কয়লা,
কোন্‌টা আসল নিরেট নিখাদ স্বর্ণ।।

কাহার নিকটে দেনা আছে মোর কত কি,
হায় রে, পূজায় লাগে না যে কভু কেতকী,
কাহার নিকটে কি আছে বস্তু লভ্য,
কোথা হ'য়ে আছি নিদারুণ অধমর্ণ।।

(১৫৭)

অজ্ঞান মোর দূর হোক্ আজ,
কেন রে থাকিব অন্ধ?
মুক্তি আমার নিত্যা প্রকৃতি,
তবু কেন দ্বার বন্ধ?

আমি চাহি মোরে দিতে বলিদান
বিশ্বের শুভ-কর্ম্মে,
এর চেয়ে আমি নাহি চাহি কোনো
সুমহত্তর ধর্ম্মে।
নিজেরে আহুতি দিয়া মিটাইব
জীবনের যত দ্বন্দ্ব,
চরম দানেই লভিবে জীবন
সহজ সরল ছন্দ।।
দুর্ব্বল মন চাহে বারে বারে
ছুটিতে এদিকে সেদিকে;
পূরব গগনে কি শুভ লগনে
দেখেছি বলির বেদীকে!
বাজ্‌রে শঙ্খ, বাজ্‌রে ঘন্টা,
ছোট্‌রে কুসুম-গন্ধ,
থাক্‌রে বহিতে মলয়-অনিল
মৃদুল মধুর মন্দ।।

(১৫৮)

জঞ্জাল যদি পাহাড়-প্রমাণ হয়,
তাহারে কি কভু যায় রে সরান
যদি না ঝঞ্ঝা বয়?

অথবা তাহাতে আগুন লাগিয়ে
শিব-তাণ্ডব তুলিলে জাগিয়ে
ভুকম্প সহ ধ্বংস আসিবে,
নিঃশেষে হবে লয়।।
জাহ্নবী যদি কুল ভাসাইয়া
সব কিছু নিয়ে যায় খসাইয়া
তবে যদি কভু ঘটে নিশ্চিত
সত্যের শুভ জয়।
কেবল কথার বাহাদুরী দিয়া
ইহা সম্ভব নয়।।

(১৫৯)

উদ্যম কভু থামাব না আমি,
মানিব না পরাভব,
অর্জ্জন করি' আনিতে যে চাহি
বিশ্বের বৈভব।।
চেষ্টা চলিবে অবিরাম আর
স্বপ্ন দেখিব সাথে সাথে তার
কি করিয়া মোর প্রতিটী চিন্তা
রহিবে অকৈতব,
জীবন-কুসুম ফুটিবে কেমনে
ছড়াইয়া সৌরভ।।

চূর্ণ করিব মিথ্যার যত
অযথা অহঙ্কার,
পূর্ণ করিব জীবনের মহা-
সত্যের ভাণ্ডার,
স্তব্ধ করিব নির্ভীক মনে
মিথ্যার শঠ সহচরগণে,
থামাইয়া দিব উচ্ছৃঙ্খল
কামনার কলরব
আমি যে মানুষ, সৃষ্টির সেরা,
নহি পচা-গলা শব।।

(১৬০)

প্রার্থনা কর বাসনা-বিহীন মনে,
তাহারি মধ্যে মঙ্গল অস্ফুরণ,
তাহারি মধ্যে অপার শান্তি সনে
মিলিত হইয়া লভ মহাজাগরণ।।
দিবস-রজনী বাজুক জীবন-বীণ
উন্নতি চাহি, কামনা-কলুষহীন,
পঙ্কিল যাহা আছিল পাতক-লীন,
হোক্ পবিত্র বিশুদ্ধ আমরণ।।

সর্ব্ব অঙ্গে ত্যাগের বিভূতি মাখি'
বিশ্বের সাথে বাঁধিয়া প্রেমের রাখি
প্রতি রোমকূপে প্রেমমধুরাশি চাখি'
সৃষ্টির হও আদরের আভরণ।।

(১৬১)

শক্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ সদা
জমা রে, জমা, জমা রে, জমা।
সুযোগের যারা করে অপচয়
দারিদ্র্য তারে করে না ক্ষমা।।

ধনে দরিদ্র, মনে দরিদ্র,
দরিদ্র যারা পরাক্রমে,
তারাই ত' যত অবাঞ্ছিতের
পদতলে পড়ে বিনা সরমে,
বিষ্ঠার কীটে তারাই ত' হায়
প্রদোষে দিবসে নিয়ত নমে,
মিথ্যা হইয়া যায় তাহাদের
তপস্যা যত ত্রিলোক-রমা।।

আর কভু ভুল করিস না ওরে!
আর কভু ভুল করিস না রে!
জীবনের শুভ সুযোগ কখনো
আসে না রে হায় হাজার বারে!
সতর্ক যার আঁখির দৃষ্টি
লক্ষ্য ভেদিতে সেই ত' পারে,
সিদ্ধি কেবল সেই ত' লভিবে
চিরববাঞ্ছিতা পরম-তমা।।

(১৬২)

কটা কথা মনে রাখে কলির মানব?
অতীতের স্মৃতি, সে ত' বল্পনা সব!!

বর্ত্তমানের স্মৃতি জাগ্রত রাখ্,
ঘুমন্ত পৃথিবীর মাঝে জেগে থাক্,
চঞ্চল চলোর্ম্মি বাঁধাক না তাণ্ডব
শান্ত করিয়া দে রে সব কলরব
পরমেশ্বরে শুধু কর্ অনুভব।।

জাগ্রত রাখ্ হৃদে তাঁর নামগান,
তাঁতেই লাগিয়ে রাখ্ চিত, মন, প্রাণ;
পরমভাগ্য শুধু তাঁরে মনে রাখা রে,
তাঁর স্মৃতি জীবনের মহাবৈভব।।

(১৬৩)

অতীত কথার স্মরণে হৃদয়ে
যদি আনন্দ হয়,
আনন্দ কর সকলে মিলিয়া
ছাড়িয়া লজ্জা ভয়।।

অতীত তোমার আছিল মহৎ,
ভবিষ্য তব তাহারো বৃহৎ,
গ্রাহ্য ক'রো না কারো মতামত
যদি বিরুদ্ধ হয়,
কোটি বিরোধিতা বজ্র-বাহুতে
করিতে হইবে জয়।।

চির-আলস্যে নিদ্রিত যারা,
পরের কথায় যারা পথহারা,
পথ না চিনিয়া পাগলের পারা
ঘুরিছে জগন্ময়,
তাহাদের ভ্রম ভাঙ্গিতে না পারা
তোমার উচিত নয়।।

দ্রুত তাহাদেরে কাছে আন টানি',
শুনাও সবারে শাশ্বতী বাণী,
সান্ত্বনা দিয়া করি' দাও হিয়া
স্নিগ্ধ-জ্যোছনা-ময়।
তাহাদের শত শঙ্কা কুণ্ঠা
করিতে হইবে লয়।।

(১৬৪)

অতীত নহে রে ভ্রান্তি-বিলাস,
নহে রে শুষ্ক স্মৃতির ফুল,—
গৌরবময় অতীতের বুকে
প্রোথিত ভবিষ্যতের মূল।।

অতীত লইয়া তোদের মতন
গৌরব কারা করিতে পারে?
এমন পুণ্য অনুভূতি দিয়া
কে দেখেছে সব এ সংসারে?
কে বলেছে "সব আমারি অংশ,
হোক্ না সূক্ষ্ম, হোক্ না স্থূল"?

শত্রুরে জানি' মিত্র-অধিক
হিংসারে কারা দিয়াছিল ধিক্?
শক্তি, শৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্যে
ধরায় কাহারা ছিল অতুল?

(১৬৫)

সবাই পূজিছে মিথ্যারে, তবে
ধর্ম্ম কেমনে সত্য হয়?
হে পরমপ্রভু! করুণা করিয়া
মানুষেরে কর সত্যময়।।

কবিত্ব নাই, তবু গেয়ে যাই,
সত্য লভুক সত্য জয়
সত্যের কভু নাহি হয় যেন
মিথ্যার কাছে বিপর্য্যয়।।

অসত্য যদি কোমর কাছিয়া
চৌদিকে ফিরে নাচিয়া নাচিয়া,
মানুষ হইবে নরকের কীট,
সভ্যতা পাবে চির-বিলয়;
সত্যের ধ্বজা রহে যেন উচা,
পরাস্ত হোক্ অনৃতচয়।।

(১৬৬)

সবাই যখন মিথ্যার করে পূজা,
অবোধ মানবে মনে মনে ভাবে
অসত্য-সেবা সোজা।।

তবু পরাণের স্বাভাবিক টানে
বার বার চাহে জগদীশ-পানে,
মিথ্যা হইয়া নাহি যেন যায়
তার ঈশ্বর-খোঁজা,
ধর্ম্ম ত' নহে শুধু শুধু ভাণ,
শুধু নাটকের বোঝা!!

সকল মিথ্যা দূর ক'রে দাও
মানব-জীবন হ'তে;
হে প্রভু আমার! শরণ তোমার
ছাড়িব না কোনো মতে।
ধর্ম্ম ত' নয় ফোঁটা ও তিলক,
কর্ণে কুসুম গোঁজা।।

(১৬৭)

অতীত নহে রে মৃত-কঙ্কাল,
প্রাণহীন জড়রাশি,
অতীতের মাঝে আজিও ত' বাজে
যমুনার মধু-বাঁশী।।

অতীতের কাছে আছে, আছে, আছে
ভবিষ্যতের প্রাণ,
অনন্ত মহাজয়োল্লসিত
আগামী যুগের গান;
কোটি মানবের সুখ-সঞ্চারী
প্রাণ-মন-ভরা হাসি॥

অতীতের মহাতপস্যা যাতে
বুঝিয়া লইতে পার
তার তরে হও আগ্রহশীল,
তার তরে ত্বরা কর;
কিছুই মিথ্যা নাহি এ জগতে,
বিশ্বাস রাখি' চল নিজ পথে,
যে আছ শ্রমিক, যে আছ মালিক,
যে আছ নিরীহ চাষী॥

(১৬৮)

বুড়োদের কবর দিয়ে
কি লাভ তোরা বেশী পাবি!
তারা যে খাবার খেত,
ভাগ ক'রে ত' সেইটে খাবি?

তোরা যখন থাক্‌বি না রে,
তোদের খাবার দিবি কারে?
তোদের বংশধরের তরে
কোন্ বেসাতি রেখে যাবি?

অনন্ত ভবিষ্য পানে
দেখ্ রে চেয়ে স্থির নয়নে
ভবিষ্যতের ক্ষুধার্ত্তদের
কেমন ক'রে মিটবে দাবী॥

(১৬৯)

ছোটরে যদি তুচ্ছ কর,
ঘটিবে অপরাধ;
বড়রে হেলা হিংসা করা
তোমারি অপবাদ॥
ছোট ও বড় বিচার ছাড়,
করহ সেবা যারে যা পার,
ঘুচাতে ব্যথা বেদনা আর
ঘুচাতে অবসাদ॥

মানুষে শুধু মানুষ জানি'
মুছাও তার মনের গ্লানি,
গুণের পূজা কর রে সদা
ছাড়িয়া পরীবাদ।।

(১৭০)

বড়রে ছোট, ছোটরে বড়
ভাবিয়া মনে মনে
কেন রে তুমি রয়েছ রত
বেদনা আহরণে?

ছোট বা বড় সবারে সম
ভাবিতে কিবা দোষ?
মানুষ পেলে তুলিতে কোলে
কি আছে আফশোষ?
যে আছে ছোট, সে হবে বড়,
বড়রা হবে মহৎ-তর;
দেবতা হবে, এই ত' চাই,
প্রতিটি জনে জনে।।

সবারে আজি ডাকিয়া কহ,
"মানুষ তুমি, ছোট ত' নহ",
প্রতি মানুষে খুঁজিয়া লহ
জীব-জীবন-ধনে,
সাধন কর জগত-জোড়া
সব মানব-সনে।।

(১৭১)

সঞ্চয় যদি করিবি রে ভাই,
পুণ্য-পথেই কর্;
পাপের সহজ পন্থা ছাড়িয়া
ধর্ম্ম-পন্থা ধর্।।

অধর্ম্ম-পথে লভিয়া বিত্ত
শুধু সন্তাপ পাবি,
সম্পদ-রাশি রাখিতে যাইয়া
অধঃপাতেই যাবি,
ধর্ম্মই শুধু ধরিয়া রাখিবে
শান্তি অনশ্বর।।

যত কর পাপ, তব বাড়ে তাপ,
সহিতে কি কভু পারিবে সে চাপ?
সকলি দগ্ধ করিবে রুদ্র
রুক্ষ বৈশ্বানর।।

(১৭২)

আত্মদানের লক্ষ্য লইয়া
যাহারা চলিছে পথে,
পাপের পঙ্ক পরশে না কভু
তাদের জীবন-রথে।।

আপন স্বার্থে নাহি প্রয়োজন,
পরার্থে যত কঠোর সাধন,
পিছনের টান পারে না বাঁধিতে
তাহাদেরে কোনো মতে।।

কেমনে আসিল এত মহাবল?
জানা থাকে যদি, বল্ মোরে বল্,
আমিও নিষ্ঠা লইয়া চলিব
সারা জীবনের ব্রতে।।

(১৭৩)

আননে আননে মুদ্রিত হোক্
পবিত্রতার ছবি,
ধন্য হইবে সে সুখ নিরখি'
জগতের যত কবি।।

গভীর রাতের আঁধার বিনাশি'
পূরব-গগনে বিকশিবে আসি'
শত জনমের আরাধিত ধন
তিমির-তাড়ন রবি।।

ছোট-বড় যত বিপথ-চারীরা,
মিথ্যার যত বেসাতি-কারীরা
পুণ্য হইবে, ধন্য হইবে
নবীন জীবন লভি'।।

(১৭৪)

কলুষ-বিহীন মানুষ-রতন
কবে আসিবে রে দেশে,
দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়াইবে হাসি'
প্রাণভরা ভালবেসে।।

বলিবে,—"সবাই শোন রে বারতা,
মানব-জীবন কাটায়ো না বৃথা।
কেন ছোট মিছে লালসার পিছে
কাঙালের দীন বেশে?
বিবেকের বলে কর রে বিনাশ
কামনা সর্ব্বনেশে।"

শুনি' তার মুখে শাশ্বতী বাণী
আনন্দে নাচি' উঠিবে পরাণি,
স্তব্ধ করিবে বাসনার যাদু
মুঠি ধরি' তার কেশে,
মৃত্যুরে দিবে যম-যন্ত্রণা
বধি' তারে নিঃশেষে।।

(১৭৫)

হাজার রকম ঝঞ্ঝাট দেখি'
যাস্ না রে ভয় পেয়ে;
যা বুঝিস ভাল, ত্বরা তাতে লেগে
যা রে আদা-নূন খেয়ে।।

জগৎ জুড়িয়া কাঁদিছে সবাই,
কেহ শান্তিতে নাই;
তাদেরে স্বস্তি সান্ত্বনা দিবি,
তাই ত' আসিলি ভাই
মাতৃগর্ভ-করি' বিদারণ
প্রণব-মন্ত্র গেয়ে।।

মিথ্যা বাধারে কেন পাবি ভয়?
অভয় যে তুই! ভয় কেন হয়?
যেখানে বিপদ সেখানেই তুই
যাবি যে রে ধেয়ে ধেয়ে!
এ তিন ভুবনে মানব-মিত্র
কে আছে রে তোর চেয়ে?

(১৭৬)

আত্মাহুতির মহতী শিক্ষা
যাহারা করিবে দান,
তাহাদেরে যারা শিখাইবে সন্ধান,
তাহাদের আজি করিতেছি আহ্বান।।

ডর-ভয় যত দূর ক'রে দাও সবে,
ভয় করিবার কিছু নাহি এই ভবে,
চল সম্মুখে, চল মহাগৌরবে,
নিশ্চিত পদে হও শুধু আগুয়ান্।।

তোমার জীবন হইবে না অসফল
ত্যাগীর সিদ্ধি সারা জগতের বল,
মৃত্যুর শিরে তুলে দাও চঞ্চল
বল-বিক্রমী সবল চরণ-খান।।

(১৭৭)

সজল কালো মেঘে যখন
দেখি বিজলী-লেখা,
গোপন মন কহে তখন
আমি ত' নহি একা।।

কত যে মহা-মহত জন
আমারো আগে ফেলি' চরণ
জটিল ঘন গহন বনে
আঁকিল পথ-রেখা।।

এখনো যারা পড়িয়া পিছে
কেন তাহারা ঘুরিছে মিছে?
সুমুখে আঁখি রাখিলে খোলা
পথ যাইবে দেখা।।

(১৭৮)

নিষ্কলঙ্ক চরিত্র যার
আসক্তিহীন মন,—
নিত্যকালের কৈ সে মানুষ,
আমার ধ্যানের ধন?

তার চরণের পরশ পেতে
যুগ-যুগান্ত বক্ষ পেতে
প্রতীক্ষা যে করছি দিবা-
রাত্রি অনুক্ষণ।।

যার দরশে সকল পাপের
পঙ্ক দূরে যায়,—
যার পরশে নিত্য মলয়-
সমীর লাগে গায়,
যার প্রেরণা দেয় পরাণে
আত্মদানের পণ।।

(১৭৯)

মানুষ! তোমার নূতনালেখ্য,
নূতন মূরতি দেখিতে চাই,
মহামহীয়ান্ যে মূরতি আগে
কখনো কেহই নেহারে নাই।।

নয়নে ফুটিছে দৈবী প্রতিভা
দিকে দিকে যাহা বিতরিছে বিভা,
নিঃস্বে বিলায় বিশ্বের বল,
পথহারা খুঁজে পাইছে ঠাঁই,
সবারে জানিছে প্রাণ-প্রিয়তম
সবারে জানিছে আপন ভাই।।

যাহারা বলিছে,—"ভয় নাই ওরে,
অমৃত হয়েছি মোরা ম'রে ম'রে,
মৃত্যুর মাঝে বার বার মোরা
অমৃতের আস্বাদ যে পাই,
জনমে জনমে মরিয়া মরিয়া
খাঁটি সোণা মোরা হইয়া যাই।।"

(১৮০)

পরার্থ-তরে কাঁদিতে শিখাও সবে।
তবে ত' মানুষ মানুষের মত হবে!!

বিদ্যা-বুদ্ধি সব বৃথা যায়,
হয় না মানুষ ধন-গরিমায়;
আত্মদানই পরম সত্য
নশ্বর এই ভবে।।

মানুষের মত বাঁচিব আমরা
মানুষের মত মরিব,
পশুর জীবন করি' পরিহার
মানুষের ধারা ধরিব;
মুখরিত মোরা করিব ধরণী
প্রাণদান-কলরবে।।

(১৮১)

পরার্থ মোর পরম লক্ষ্য,
অন্য লক্ষ্য নাই;
পরহিত লাগি' এ জীবন ত্যাগি'
ধন্য হইতে চাই।
শত্রু আমার নাই ওরে, তাই
শত্রু আমার নাই।।
শত শত্রুরে করিব মিত্র,
আঁকিব ধরায় প্রেমের চিত্র,
এই হোক্ মোর সুমহৎ ব্রত
সবারে জানিব ভাই।
শত্রু আমার নাই ওরে, তাই
শত্রু আমার নাই।।

জীবনের যত আছে সমস্যা
তপঃসাধনে সকলি বশ্যা,
সবারে সাদরে নিকটে টানিয়া
বক্ষে দিব রে ঠাঁই।
শত্রু আমার নাই ওরে, তাই
শত্রু আমার নাই।।

(১৮২)

স্বার্থের কড়ি গণিয়া গণিয়া
কেটে গেল সারা দিন,
আইল সন্ধ্যা, দৃষ্টি বন্ধ্যা,
আনন মম মলিন।।

তথাপি যে আমি আশা ছাড়ি নাই,
লাগাব রে কাজে যতটুকু পাই,
বাজাইয়া যাব আমার ভগ্ন
জীর্ণ হৃদয়-বীণ।
দিব না রে কভু রাগিণীর রেশ
হইতে শূন্যে লীন।।

কহিব সবারে,—"ভালবাস ভাই,
ভালবাসা ছাড়া আর কিছু নাই,
এক কণা প্রেম ভাসাইতে পারে
নিমেষে ভুবন তিন।
ভালবাসা কভু মিথ্যা হবে না,
হোক্ না যতই ক্ষীণ।।"

(১৮৩)

পরার্থে প্রাণ করিবারে দান
আসিয়াছে আহ্বান।
তোরা কি রে তাহা শুনেছিস্? ওরে,
আছে কি তোদের কাণ?
আমি শুনিয়াছি বজ্র-নিনাদ,
বিদ্যুন্ময়ী লেখা
পড়িয়াছি আমি আকাশ জুড়িয়া
এপারে ওপারে আঁকা,
লাগিয়াছে গায়ে ঝড়ের ঝাপ্টা;
উন্মাদ সে তুফান
ডাকিয়া কহিছে,—"আয় ছুটে আয়,
কে দিবি রে আজ প্রাণ"।।

প্রাণদান শুধু দিয়ে দে'য়া নয়
প্রাণদান প্রাণ পাওয়া;
ম'রে যাওয়া শুধু ম'রে যাওয়া নয়,
প্রাণ ভ'রে গান গাওয়া;
আয় রে কোথায় কে আছিস্ তোরা
সাহসী বীর্য্যবান্।
কে আছিস্ ভয় করিস না ঝড়ে,
কে অছিস্ বলীয়ান্?

(১৮৪)

কাব্যের গাথা গাহি না রে আমি,
কর্ম্মযোগের গান
হরিল আমার দেহ ও জীবন,
হরিল আমার প্রাণ।।
কাজ কর আর গান গেয়ে যাও,
গান গাও, কাজ কর,
নয়নে যাহারে নেহারিবে তারে
ভালবাসি' প্রাণ ভর;
ভালবাসা দিয়া ভালবাসা নিয়া
হও কাজে আগুয়ান্।।

কর্ম্মবিহীন অলসের জাতি
কেবলি ভিক্ষা করে,
শত অপমানে অসম্মানিত
পরপদাঘাতে মরে;
স্বাবলম্বন-আদর্শ দিয়া
তাহাদের কর ত্রাণ,
উপেক্ষা-ভরা জগতের মাঝে
বাড়াও তাদের মান।।

(১৮৫)

দুস্তর এক দুখের সাগরে
সাঁতার কাটিয়া যাই;
কত হাঙ্গর, কত কুম্ভীর
তথাপি ভাবনা নাই।।

বক্ষে ও শিরে পড়িতেছে আসি'
পাহাড়-প্রমাণ তরঙ্গ-রাশি,
কি সে গর্জ্জন! কি অট্টহাসি!
তবু আগাইয়া যাই;
মোর মুক্তিতে বিশ্বের ত্রাণ,
ভুলি নাই, ভুলি নাই।।

পাইলে পিপাসা থাকি মুখ বুজে,
পারাবার সনে যাব আমি যুঝে,
ভুলি নাই আমি দুঃখেরি মাঝে
আমার প্রভুরে পাই।
আমারি ত' সাথে প্রাণ-প্রিয়তম
রহিছে সর্ব্বদাই।।

(১৮৬)

গান গাহিবার কার অধিকার?
গান কে গাহিতে পারে?
পরের দুঃখ বিদূরণে যার
প্রাণ কাঁদে বারে বারে।।

আপন দুঃখ গুচ্ছ গুচ্ছ
দূরে সরাইয়া যে করে তুচ্ছ,
সাঁতার কাটিতে নির্ভয়ে নামে
দুঃখের পারাবারে।।

কোথা সে মানুষ আছ লুকাইয়া?
ধন্য আমারে কর দেখা দিয়া,
পাঠাও আমারে গড়িয়া পিটিয়া
মানুষের দরবারে।।

(১৮৭)

দুর্ব্বল জনে দুর্ব্বল বলি'
করিও না অবহেলা,
শিখাও তাহারে মানুষের মত
মরিবার হোলি-খেলা।।

অভয় দানিয়া বুকে টেনে নাও,
মৃত্যুর ভয় দূর ক'রে দাও,
জগতের কোটি মানবের সাথে
মিলাইতে হবে মেলা।

মৃত্তিকা নহ, বাষ্পও নহ,
নহ কতগুলি ধূলি,
ক্ষুরধার তুমি ইস্পাত, হায়,
আছ কেন তাহা ভুলি'?
চল নির্ভয়ে সকলেরে ল'য়ে
না ফুরায়ে যেতে বেলা।।

(১৮৮)

আতঙ্কে মোর কাটিয়াছে দিন,
আতঙ্কে কাটে রাত,
মহৎ ভাগ্য এই ছিল মোর
তুমি ছিলে মোর সাথ।।

দুঃখের সাথে সুখ মিশে থাকে
সুখের সঙ্গে দুখ,
তাই আমি শত বিপদের মাঝে
দেখেছি তোমার মুখ,
তোমার চরণে করিয়াছি আমি
বার বার প্রণিপাত!

তবু মায়াময় নীহারিকাচয়
ঘিরিতে চাহিছে মোরে
বারবার চাহে দলিতে মথিতে
তমসার ঘন ঘোরে,
অন্ধ রজনী হোক্ অবসান
আসুক নব প্রভাত।।

(১৮৯)

দুঃসহ দুঃখের যামিনী হইবে পার।
দুর্ব্বহ দৈন্যের হইবে রে প্রতীকার।।

পরমেশ্বব-পদে করি' প্রাণ অর্পণ
সকলের হিতকাজে ক'রে দাও তর্পণ,
দেখিতে দেখিতে দেখো বিধাতার করুণায়
নূতন জগৎ এক করিবে আবিষ্কার।।
সে জগতে ছায়া আছে তবু তাহা আলোময়,
সে জগতে ব্যথা আছে তবু তাহে নাহি ভয়,
সে জগতে পাপ হ'তে সবে পাবে নিস্তার,
জীবে জীবে হবে প্রেম, ঘুচিবে ধরার ভার।।

(১৯০)

তুমি আসিতেছ নিশ্চিত জানি,
আসিতেছ মোর কাছে;
কেননা তোমার ভক্তেরা কত
দলে দলে আসিয়াছে।।

আসিছে তাহারা নাচিতে নাচিতে,
হাসিতে হাসিতে, গাহিতে গাহিতে,
প্রেম-বন্যায় ধরা ভাসাইতে
কেহ আগে কেহ পাছে!

তাহারা আমারে বুঝাইয়া দিল
তাহারা আমার প্রিয়,
প্রেমের ঠাকুর! তাহাদেরে তুমি
প্রাণভরা প্রেম দিও।
তোমারে বাসিবে বলিয়াই তারা
মোরে ভাল বাসিয়াছে।।

সমাপ্ত

মধুমল্লারের

বর্ণানুক্রমিক সুচীপত্র

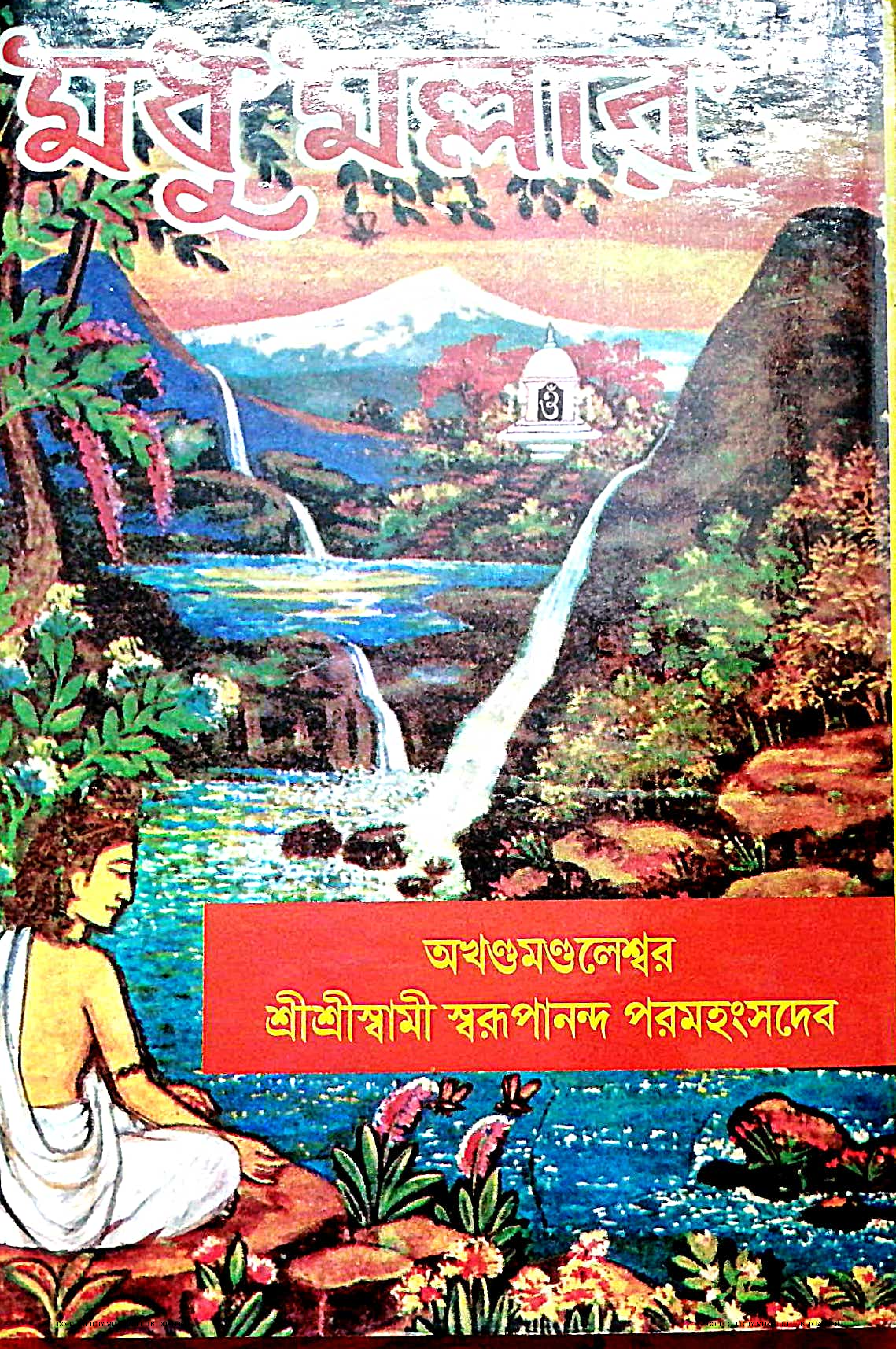
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

ব্রহ্মচর্য্যই

ভারতের অভ্যুদয়ের

মূলমন্ত্র।

—শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ—


মধু মল্লার
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব


মধু মল্লার
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মধু মল্লার
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মধু মল্লার
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব